ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 July, 2023 ■ আগরতলা ১৬ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৩০ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতিসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার জোরালো আওয়াজ উঠল তিপ্রা মথার প্ল্যানারি সভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। জাতিসত্তাকে প্রাধান্য দেওয়ার জোরালো আওয়াজ উঠলো মথার প্ল্যানারি সভায়। এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুংএ দুদিনের প্লে নারী সভা শুরু হয় আজ। সভার সূচনা করেন দলের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে দলকে নতুন ভাবে সাজাতে প্রস্তুতি শুরু করে দিল তিপ্রা মথা। একই সঙ্গে আগামী দিনের কর্মসূচি ঠিক হবে এই বৈঠকে।

বেশ কিছুদিন আগেই এই ঘোষণা দিয়েছিলে দলের সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। তিনি বলেছিলেন দলের তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে শীর্ষস্তর পর্যন্ত নেতৃত্বের পরিবর্তন হতে পারে সাংগঠনিক বৈঠকে। তবে তার আগে প্লেনারই সভায় প্রতিটি বিধানসভা থেকে দলের কর্মী আসবেন।

তাদের মুখ থেকে কাজ কর্মের কথা সরাসরি শুনতে চান শীর্ষ নেতৃত্বরা। প্রতিটি বিধানসভায় কেন্দ্র থেকে বিধায়ক থাকলে বিধায়ক নতুবা এমডিসি বা দলের অন্য সংগঠনের নেতৃত্ব এই প্লেনারি বৈঠকে উপস্থিত থাকবে। সেখানেই আলোচনা হবে দলের কাজ কর্ম নিয়ে। যারা তিপ্রাসাদের অধিকার রক্ষা জন্য লড়াই আন্দোলন করতে প্রস্তুত তাদেরই দল যথাযথ মর্যাদা দেবে। এই ঘোষণা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী ছেয়ে গেছে জিবি বাজারে তিনটি দোকান সিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দোকানপাটে মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী বেআইনিভাবে বিক্রির ধুম চলেছে। এসব মেয়াদ উত্তীর্ণ সামগ্রী খেয়ে মানুষ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সদর মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন বাজার হাটে দোকানপাটে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের অন্যান্য মহকুমাগুলিতেও মহকুমা প্রশাসন এবং খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে এ ধরনের অভিযান চলেছে। জনস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই প্রশাসন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগ জিবি বাজারে অভিযান চালিয়ে তিনটি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিবি বাজার পরিদর্শণ কালে নির্মলা স্টোর থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলা বাজেয়াপ্ত করা হয়। দোকানের ডিসপ্লে বোর্ডে স্টক ও মূল্যও লিখা নেই। দোকানের মালিক মনোরঞ্জন দেবনাথ ফুড স্টাফ লাইসেন্সও দেখাতে পারেননি। সাথে সাথে দোকানটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

এছাড়াও কাগজপত্র ও হিসাবে গড়মিল থাকায় সঞ্জয় দেব এর দোকান ও বাসনা ভান্ডার সাময়িক কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। সদর এসডিম থেকে নোটিশ দেয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সদর ফুড এসডিসি প্রদীপ কুমার ভৌমিক। এছাড়াও অভিযানে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কন্টোলার, মুখ্য খাদ্য পরিদর্শক শর্মিষ্ঠা দাস এবং দেবজ্যোতি চক্রবর্তী। এ ধরণের অভিযান জারী থাকবে বলে অধিকারিকরা জানিয়েছেন।

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। আজ আগরতলা টাউন হলে একমাস ব্যাপী প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের শুভ সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। পাশাপাশি এদিন তিনি প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে জন সাধারণকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিকের মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। গবেষনায় জানা গেছে প্লাস্টিকে প্রায় ৩ হাজার ২০০ এমন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই এই ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ তৈরি হচ্ছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, মানব সভ্যতার উন্নতির পথে প্লাস্টিক এক অভিশাপ হয়ে দাড়িয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা করা জনগনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে দেবরের কোদালের আঘাতে গুরুতর আহত বৌদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। দেবরের কোদালের আঘাতে গুরতর জখম বৌদি। ঘটনা শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানাধীন পূর্বলক্ষীবিল এলাকায়। বর্তমানে গুরুতর আহত বৌদি রত্না বালা দেবনাথ জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, পরিবারের বখাটে ছোট ছেলে জয়ন্ত দেবনাথের চালচলনে রীতিমত অতিষ্ঠ গোটা পরিবার। প্রায়শই তার হাতে আক্রান্ত হতে হয় দাদা, বৌদি এমনকি মাকেও।

বৃহস্পতিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। কোনও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে জয়ন্ত তার মাকে বেধরক মারধর করে। তারই প্রতিবাদ জানাতে শুক্রবার সকালে বড় পুত্রবধূ রত্না বালা দেবনাথকে সঙ্গে নিয়ে সাধনা বালা দেবনাথ বিশালগড় থানায় অভিযোগ জানাতে আসে। অভিযোগ জানিয়ে তারা দুজনে বাড়িতেও পৌছতে পারেনি। গেইটে প্রবেশ করা মাত্রই বৌদি রত্না বালা দেবনাথের মাথায় আচমকা কোদাল দিয়ে কুপ বসিয়ে দেয়।

এতে গুরতর আহত অবস্থায় প্রতিবেশিরা তড়িঘরি তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। রত্না দেবনাথের জখম গুরতর হওয়ায় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

ভরণপোষণের দাবীতে সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়ির সামনে ধর্ণা প্রথমা স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ভরণপোষণের দাবিতে স্বামীর বাড়িতে ধর্নায় প্রথমা স্ত্রী সহ সন্তান। বিশালগড় বাইদ্যাদীঘি এলাকার রাজীব দাস তার প্রথমা স্ত্রী সহ সন্তান রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে। শনিবার বেলা ১১:৩০ মিনিটে ভরণপোষণের দাবিতে প্রাথমা স্ত্রী প্রতিমা দাস তার সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে ধর্নায় বসেন। প্রথম স্ত্রী সহ সন্তান স্বামীর বাড়িতে ধর্নায় বসার খবর পেয়ে অন্যদিকে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায় স্বামী রাজীব দাস সহ শাশুড়ি গৌরী দাস।

জানা যায়, পূর্বে প্রতিমা দাসের শরীরে আগুন লাগিয়ে পুরো শরীর জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে স্বামী রাজিব দাস সহ শাশুড়ি গৌরী দাসের বিরুদ্ধে। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতারিত প্রথম স্ত্রী স্থানীয় মাতব্বর এবং প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে। ৫ দিন ধরে অভুক্ত মা-ছেলে ! পাশে নেই কেউই বিশালগড় বাইদ্যারদীঘি এলাকায় রাজীব দাস তার প্রথমা স্ত্রী ও সন্তান রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয়। প্রথমা স্ত্রীর অভিযোগ তার শরীরের প্রায় অর্ধেক অংশ আগুনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় ২৩ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে সাফল্য পেয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে দুই যুবকের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ হাজার ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথ। সাথে নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত দুইটি গাড়ি আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ইয়াবা টেবলেটের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৩ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথ জানিয়েছেন, গতকাল রাতে সোনামুড়া থানায় গোয়েন্দা সূত্রে খবর আসে কুলুবাড়ী বাজারে দুই যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করতে আসবেন। সেই খবরের ভিত্তিতে গভীর রাতে পুলিশ আধিকারিক মানিক দেবনাথের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী কুলুবাড়ী বাজার সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে নেশা সামগ্রী বিক্রি করার সময় দুই যুবককে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৫ হাজার ইয়াবা টেবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত দুটি গাড়িও আটক করেছে পুলিশ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্যারেজ ঘরের দরজা খুলে গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর, কৈলাসহরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। গতকাল গভীর রাতে বৌলাপাশা এলাকায় কে বা কাহারা একটি গাড়ির ঘর ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ১টি গাড়ি ভাঙচুর চালায়। জানা যায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন কৈলাশহর নগর অধ্যক্ষ শিবাজী সেনগুপ্তের বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন গাড়ি রাখার জন্য রঘুকান্ত মিশ্র। অভিযোগ গতকাল গভীর রাতে কে বা কারা সেই গাড়ির ঘরটি ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে গাড়িটি ভাঙচুর চালায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। উল্লেখ্য, কৈলাসহর থানা থেকে ঢিলছুরা দূরত্বে রয়েছে শিবাজী সেনগুপ্তর বাড়ি।

পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন শিবাজী সেনগুপ্ত। উক্ত বিষয় নিয়ে শিবাজী সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এর আগেও বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। পুলিশ এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনতে ব্যর্থ। তবে কি কারণে গতকাল গভীর রাতে সেই গাড়ির ঘড় ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এভাবে গাড়িটিকে ভাঙচুর চালানো হল এর পেছনে কি কারণ লুকিয়ে রয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা ভোটের রণকৌশল প্রস্তুত করতে ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক এআইসিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ঘর গোছানোর কাজ শুরু করে দিল কংগ্রেস। উত্তর পূর্বাঞ্চল দিয়েই এই কাজ শুরু করলে এআইসিসি। তাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে কংগ্রেস নেতৃত্বদের নিয়ে দিল্লিতে এআইসির সদর দপ্তরে বৈঠক করলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকা অর্জুন খাড়গে।

এই সভায় যোগ দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা দলের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন গোপাল রায় ছাড়াও রাজ্য কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষ ক জারিতা লাইতা ফাং এবং দলের ইনচার্জ ডঃ অজয় কুমার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে দলের রণকৌশল নিয়ে। তবে এদিন সভায় উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে আসা প্রতিটি রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি আলোচনা করেন। দলকে কিভাবে মজবুত করতে হবে। আগামী দিনে আন্দোলন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষপানে আত্মঘাতী কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। বিয়ে করার জন্য দুবার পালিয়ে গিয়েছিল প্রেমিক প্রেমিকার। কিন্তু প্রেমিকের পরিবারের চাপে পড়ে পালিয়ে বিয়ে আর হলো না। প্রেমিক শাকিল মিয়া প্রেমে অবুঝ রিয়া হাবুডুবু খেয়ে বারবারই প্রতারণা শিকার হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যারই পথ বেছে নিল ১৭ বছরের প্রেমিকা রিয়া বেগম। রিয়া বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের ভালবাসার সম্পর্ক ছিল রিয়া এবং শাকিলের মধ্যে। তাদের ভালোবাসা সম্পর্ক যতই গভীরে যাচ্ছিল ততই শাকিলের পরিবার থেকে বিভিন্নভাবে তাদের দূরে সরানোর চেষ্টা করছে। শাকিল এবং রিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে ছয়জন বাংলাদেশী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার আগরতলা বাধারঘাট রেল ষ্টেশন চত্বরে শিলচরগামী ট্রেন ছাড়ার আগে জি আর পি কর্মীরা পেট্রোলিং করার সময় প্ল্যাট ফর্মে ৬ জনকে দেখতে পায়। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই সকলেই শিকার করে তাদের বাড়ি বাংলাদেশ। এদের মধ্যে কয়েকজন নিয়মিত দিল্লী আশা যাওয়া করত। বাংলাদেশ থেকে নতুন করে কিছু মানুষকে নিয়ে দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাধারঘাট রেল ষ্টেশনে আসে। মূলত কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মূলত এরা বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ, ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়া, মিরপুর, কক্সবাজার, গাজীপুরের বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে জি আর পি কর্মীরা জানতে পারে পাসপোর্ট করলে তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আহত তিনজনকে দিল্লি পাঠাচ্ছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনজন আহতকে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য দিল্লি পাঠাচ্ছে ত্রিপুরা সরকার। আজ তাঁদের দেখতে জিবি হাসপাতাল গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কুমারঘাটে উল্টো রথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যারা আহত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা একটু জটিল হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের আজ দিল্লী পাঠানো হচ্ছে। আগামীকাল আরো একজনকে দিল্লী পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

তাই আজ হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সবধরনের সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে বলে পরিবারের সদ্যসদের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং মেডিকেল টিম আহতদের সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করে তোলার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি দিল্লীর চিকিৎসকেরাও ভিডিও কনফারেন্সে ত্রিপুরার চিকিৎসকদের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৯ ■ সংখ্যা ২৭২ ■ ১৬ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৩০ আষাঢ় ■ রবিবার ■ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভূগর্ভস্থ জল নিয়া শঙ্কা বাড়িতেছে

এ বছর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইলেও আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক কম। স্বাভাবিক কারণেই একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ হ্রাস পাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়া আছে ঠিক তেমনি কৃষি ক্ষেত্রেও এর মারাত্মক প্রভাবের আশঙ্কা রহিয়াছে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হইবার অন্যতম কারণ হইলো পরিবেশের প্রভাব। মাটির তলদেশ থেকে ক্রমাগত পানীয় জল কিংবা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় জল তুলিতে তুলিতে পৃথিবীর আবর্তনের অক্ষ বদলাইয়া যাইতেছে। গবেষণায় এমনই দাবি করা হইয়াছে। গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি 'জিওফিজিক্যাল রিসার্চ লেটারস' জার্নালে প্রকাশিত হইয়াছে।গবেষণাপত্রে জানানো হইয়াছে, ১৯৯৩ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে প্রায় ২১৫০ গিগাটন ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। ১ গিগাটনের অর্থ ১০০ কোটি মেট্রিক টন বা ১ লক্ষ কোটি কেজি। বিজ্ঞানীদের দাবি, এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তুলিয়া নেওয়ার জেরে পৃথিবীর অক্ষ প্রতি বছর পূর্বের দিকে ৪.৩৬ সেন্টিমিটার সরিয়া যাইতেছে।গবেষণাটির সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিজ্ঞানীরা। সোল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী কি-ওন সিও, তাওন জিওন, জি-সুং কিম এবং কুকিওন ইয়ম, দক্ষিণ কোরিয়ার এক বিশ্ববিদ্যালয় কুংপং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জিওং ইয়ম। এ ছাড়া, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দংরিওল রং, হংকং পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির জিয়ানলি চেন, আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-এর ক্লার্ক আর উইলসন। বিজ্ঞানী দলটি জানাইয়াছে , পৃথিবীর অক্ষের যে পরিমাণ স্থানবদল ঘটিয়াছে, তাহা খুবই নগণ্য। ফলে মানব জীবনে এর প্রভাব এখনই বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু মাটির তলা থেকে এই বিপুল পরিমাণ জল তুলিয়া নেওয়া সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে কেন্দ্র হইয়া দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এক কাল্পনিক অক্ষরেখা। নিজের এই অক্ষের চারপাশে আবর্তন করিয়া চলিতেছে পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই জানেন, পৃথিবীর উপরিভাগ ও ভিতরে ভরের বণ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভাবেই মেরু ও অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই ঘটনাকে 'পোলার মোশন' বলা হয়। আরও বেশ কিছু কারণ রহিয়াছে এর পিছনে। যেমন সমুদ্রের স্রোত, হারিকেন। কিন্তু একটি অন্যতম কারণ, মানুষের কার্যকলাপ। যেমন, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে হিমবাহ গলিতেছে। তাহাতেও পৃথিবীর জলভাগের ভরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষের অবস্থান বদলাইতেছে। এই গবেষণার প্রধান বিজ্ঞানী কি-ওন সিও জানান, পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান সম্পর্কিত ১৭ বছরের তথ্য এক জায়গায় করিয়া তাঁহারা কম্পিউটার মডেলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পৃথিবীর অক্ষের উপরে কোন বিষয়গুলির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়িয়াছে। সিও বলেন, "বায়ুমণ্ডলের চাপ, সমুদ্রের নিচে জলস্তরের চাপ, বাঁধের পার্শ্ববর্তী কৃত্রিম জলাধার, মেরু বরফ, পর্বতের হিমবাহ, বাতাস ও ভূগর্ভস্থ জল বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ জলের 'অঙ্ক' বাদ দিলেই অক্ষের পরিবর্তন নিয়া যাহা অনুমান ছিল, তাহার সঙ্গে আর পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য মিলছিল না। ভূগর্ভস্থ জল যোগ করিতেই অঙ্ক মিলিয়া গিয়াছে। মাটির নিচ থেকে যে জল তোলা হয়, তাহা শেষমেশ সমুদ্রে গিয়া মিশে। পৃথিবীর অক্ষের পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী ভূগর্ভস্থ জল সেচ ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি। বিষয়টি অনুধাবন করিয়া পরিবেশের ওপর অত্যাচার বন্ধ করিতে সচেতন নাগরিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাস্তার উপর ধ্বংসস্তূপ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল যমুনোত্রী ও বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক

দেহরাদূন, ১৫ জুলাই (হি.স.): বৃষ্টি-দুর্যোগের মধ্যেই নয়া বিপত্তি উত্তরাখণ্ডে। ধসের কারণে রাস্তার উপর ধ্বংসস্তূপ পড়ার জেরে উত্তরাখণ্ডে যমুনোত্রী জাতীয় সড়ক (১২৩ নম্বর) অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। শনিবার সকালে গাড়ওয়াল জেলার পাউরি তেহসিলে চামি গ্রামের কাছে রাস্তায় পাথর ভেঙে পড়ে। এর ফলে যমুনোত্রী জাতীয় সড়কে যান চলাচল থমকে গিয়েছে। আটকে পড়েছে বেশ কয়েকটি গাড়ি।

রাস্তার বিভিন্ন অংশে ধ্বংসস্তূপ পড়ার কারণে একই পরিস্থিতি বদ্রীনাথ জাতীয় সড়কে। পাগল নালার কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে ওই রাস্তা। ধ্বংসস্তূপ সরাতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে উদ্ধারকারী দল। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অবিলম্বে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে নিযুক্ত হয়েছেন।

আবুধাবিতে নাহিয়ানের সঙ্গে মিলিত মোদী, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে

আবুধাবি, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবুধাবি পৌঁছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়েছে। ফ্রান্স সফর সেরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সকালেই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাজধানী আবুধাবিতে পৌঁছন, শনিবার ভোররাতেই ফ্রান্স থেকে আবুধাবির উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। আর সকালেই (ভারতীয় সময়) পৌঁছে যান আবুধাবিতে। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।

পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর রাষ্ট্রপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ, শক্তি, নিরাপত্তা এবং জনযংযোগ সহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে সুসংহত কৌশলগত অংশীদারীত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য সহযোগী।

ফের সরান হল নন্দীগ্রাম দুই নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতিকে

নন্দীগ্রাম, ১৫ জুলাই (হি. স.) : গত ১০ মাসের মধ্যেই ফের বদল করে দেওয়া হল নন্দীগ্রামের ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতিকে। নন্দীগ্রাম দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের দায়িত্বে থাকা অরুণাভ ভুঁইঞাকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আনা হচ্ছে তবে নাড়ুগোপাল জানা নামে একজন বর্ষীয়ান নেতাকে। ওই ব্লকে এর আগেও তিনি অঞ্চল কমিটির দায়িত্বে ছিলেন বলে জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র জানিয়েছেন।গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি হিসেবে বাপ্পাদিত্য গর্গ ও ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি হিসেবে অরুণাভ ভুঁইঞার মনোনীত করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই অরুণাভ হলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শেখ সুফিয়ানের বিরুদ্ধ লবি। অরুণাভ ভুঁইঞার নাম ঘোষণার হওয়ার পরই নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নন্দীগ্রাম ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষও। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের সঙ্গে কোনও রকমের আলোচনা না করেই অরুণাভ ভুঁইঞাকে ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে। তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যেই সভাপতি বদলের দাবি জানিয়েছিলেন। তা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু ১০ মাসের মধ্যেই ফের বদল করে দেওয়া হল ২ নম্বর ব্লকের সভাপতিকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা, তার কারণ হতে পারে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল।

বিশিষ্ট ও বড় মানুষদের চোখে বিদ্যাসাগর

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিদ্যাসাগর নামের সঙ্গে পরিচয় তখনো হয়নি যখন বর্ণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তবে বড় হয় বুঝতে পারলাম এই একটি ছোটো বই 'বর্ণপরিচয়' আমাদের সহজে বড় করার এক বড় সোপান। আর একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর কোনো বড় বা ভারী বই লিখে বড় হননি, তিনি ছোট বই লিখে আমাদের বড় করার জন্য নিজে বড় হয়েছেন। তাঁর সময়ে ধর্মীয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রী আচার আচরণে যখন মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় তখন সেই পরিবেশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয়েও তিন কখনো তা মানেননি। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা সংস্কার করতে আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কার করতে আজবীন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষা সংস্কারে মধ্যে গড়তে চেয়েছিলেন গোঁড়ামিমুক্ত সমাজ। তিনি বুঝেছিলেন এই সমাজ গড়া ততক্ষণ সম্ভব নয় যদি না নারীরা সচেতন হয়। তাই নারীশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন প্রথমেই। কারণ তদানীন্তন সময়ে কুংস্কার ও শাস্ত্রে বাঁধনে সব থেকে অবহেলিত ছিল নারীরা। নারীদের দুঃখ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভূতি থেকে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধাবা বিবাহ প্রবর্তনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বিষয়ে সারা সমাজের বিরুদ্ধে তিনি একা এলেন এগিয়ে। তাঁর তেজোদীপ্ত যুক্তি এমনকী গোঁড়া পণ্ডিতদের শাস্ত্রে বিধানের কথা দিয়ে তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন করলেও সমাজপতিদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে জয় করতে পারেননি। তবুও তিনি পিছিয়ে আসেননি। সমাজের বালোর জন্য যা করা উচিত তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছেন, আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি নিজের বা সমাজের মঙ্গলের জন্য যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে সঙ্কুচিত হইব না। সমাজের ভালো করার জন্য বিদ্যাসাগর কখনো ভয় পাননি। এই অকুতোভয় মানুষটি মানুষের দুঃখ -কষ্টে অনায়াসে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন এবং যথাসাধ্য সেই অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আমৃত্যু তিনি এই কাজ করে নিজেকে নিঃস্ব করেছেন। মানুষের মনে তিনি আজও দয়ার সাগর ও করুণা সাগর।

তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করলে বোঝ যাবে তাঁরা তাঁকে কী চোখে দেখেছেন। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা আমাদের মনে আজও দাগ

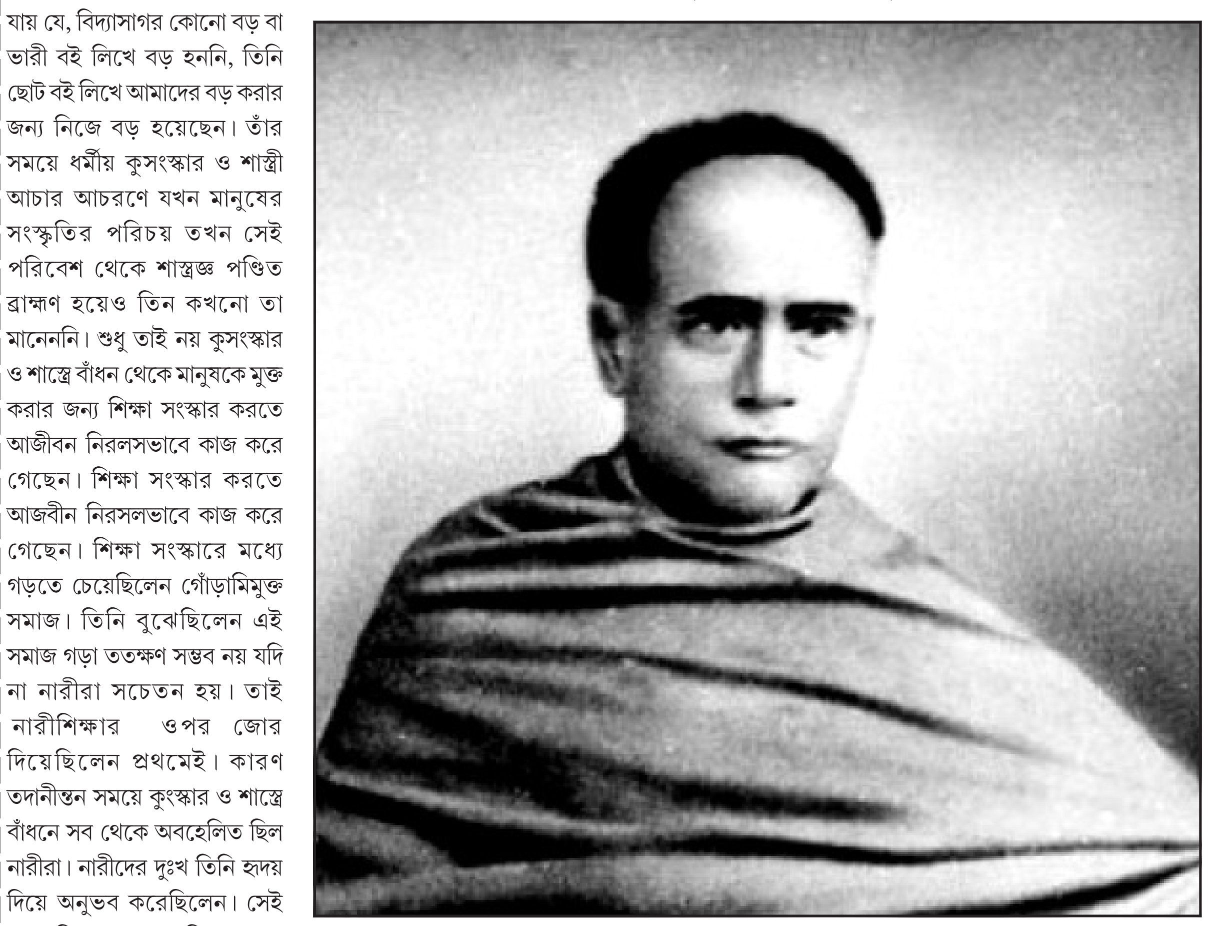

কেটে আছে—"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত বারতে/ করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে/ দীন যে দীনের বন্ধু......../ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,/ সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে /গিরীশ"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এখ কবিতায় বলেছেন

নিঃশ্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দযার অবতার।

কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,

সাম্য মূর্তি তেজের স্ফুর্তি চিত্ত মৎকার"।

১৮৯১ সালে ২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরের দিন কবি ও গল্পকার মানকুমারী বসু লিখেছেন "লোকে যত বিশ্বস করিতে চাইতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য মূর্তি ধরিয়া ভয়ার্তকে অভয় দিতেছেন। শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। তাই বলিতেছে,রাম মরিতে জানে, শংকর মরিতে জানে, তাহাদের মতো শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি বা কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীনহীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ব আদর্শ, জগতের দেবদূর্লভ রত্ন আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—যিনি চিরদিন আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য খাটিয়াছেন,যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা ও পৈশাচিক কৃতঘ্নতাকে অনায়াসে পদদলিত করিয়াছেন........"।

গান্ধিজি বলেছেন, "ঈশ্বচন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগর ছিলে না তিনি ছিলেন করুণার সাগর, উদারতার সাগর, সেই সঙ্গে আরও অনেক গুণের সাগর। যে সমস্ত বাল কাজ তিনি করেছেন, সেখানে উচ্চ নীচ এমন ভেদাভেদ তিনি করেননি। আদর্শের জন্য বিদ্যাসাগর সারাজীবন কী ঘরে কী বাইরে সবজায়গায় ছিলেন আপসহীন। তদানীন্তন মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিজের জামাইকে আর্থিক তছরুপের জন্য শুধু ভৎর্সনাই করেননি, তাঁকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। এ কাজটি সেই মানুষই করতে পারেন যিনি বলেন, যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রণ করে, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওযা তাহার পরমধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তোয়াজ করে পদ আঁকড়ে থাকার চেয়ে ইস্তফা দিতে তিনি চাইবেন তো। এ ব্যাপারে গান্ধিজির এক কথা স্মরণ করা যায়—"স্বাধীনচেতা চরিত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি পাবলিক ইনসস্ট্রাকশন বিভাগের ডাইরেক্টরের পদে আপস করতে পারেননি এবং পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে তাঁকে ডেকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পণই তাঁর মহত্ব ও মানবিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে।

অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক উন্নতিসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। নির্জীব জাতির সামাজিক উন্নতির সাধন করা কত কষ্টসাধ্য, তাহা আমরা অদ্যাবধি পদে পদে দেখিতে পাইতেছে। অদ্যাবধি যদি কুসংস্কারের এরূপ বল থাকে, তাহা হইলে ত্রিংশৎ বৎসর পূর্বে ইহার কিরূপ বল ছিল সহজেই অনুভব করা যায়। সামান্য লোক এরূপ অবস্থায় হতাশ হইত, কৃতসংসকল্প ঈশ্বরচন্দ্র হতাশ হইবার লোক ছিলেন না। একদিকে স্বার্থপরতা জড়তা, মূর্খতা ও ভণ্ডামি, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা নির্জীব জাতির নিশ্চয়তা অন্যদিকে বিদ্যাসাগ। একদিকে বিধবাদিগের উপর সমাজের অত্যাচার পুরুষের হৃদয়শূন্যতা, নির্জীব জাতির নিশ্চলতা অন্যদিকে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে শত শত বৎসরের কুসংস্কার ও কুকীর্তির বল, উপকর্মের উৎপীড়ন অপ্রকৃত হিন্দু গুণ্ডমূর্খ ও স্বার্থপর ভট্টাচার্যদিকের মত, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে নির্জীব নিশ্চল, তেজহীন বঙ্গসমাজ---অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত গবীর। কার সাহসের সঙ্গে ঘটনাটা আমরা সবাই জানি। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর দেখা করতে গিয়ে দেখেন কার সাহেব বুট জুতো পরা পা দু'টি টেবিলের উপর তুলে বসে আছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখা পা না নামিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলেন পা দিয়েই। সেদিন বিদ্যাসাগর কোনো প্রতিবাদ না করেই কাজ সেরে চলে এলেন। আবার কোনো এক কারণে সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কার সাহেব দেখা করতে এলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরের ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো পরা অবস্থায় পা দু'টি টেবিলে তুলে দিলেন একইভাবে কার সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। কার সাহেব অপমানিত বোধ করে ওপরমহলে বিদ্যাসগরের নামে নালিশ করেন এবং তদনুসারে বিদ্যাসগরের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার উত্তরে তিনি লেখেন, আমি ভেবেছিলাম যে আমরা নেটিভরা হলাম এক অসভ্য জাতি, একজন ভদ্র অতিথিকে ভালো করে অভ্যর্থনা করতে জানি না। যে ব্যবহারের জন্য মাননীয় কার সাহেব অভিযোগ করেছেন, তা আমি ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই শিখেছিলাম কিছুদিন আগে,যখন আমি ওঁর কামরায় সাক্ষৎ করতে গিয়েছিলাম। একজন সুশিক্ষিত সুসভ্য ইউরোপিয়ানের কাছে এইভাবে আমি ভদ্র ব্যবহারের ধারণা পেলাম। তিনি যেমন ব্যবহার করেছিলেন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই ব্যবহারই তাঁর সঙ্গে করেছি।

শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কার শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, তিনি কখনো আত্মমর্যাদা ভোলেন নাই। কখনো সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই তো বলে মানুষ। নতুনবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবনধারণা করা তো শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি। আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজ্য নাই যাহার অপেক্ষা ওই দরিদ্র্যের সন্তান বিদ্যাসাগর বড়লোক নহের। যে স্ব কর্তব্য সাধনে সাহাসী সেই মানুষকুলের রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর এই হিসাবে একজন বড় রাজা।

নিবেদিতার লেখা বিদ্যাসাগরের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা কতটা ছিল তা জানা যায়। মৃত্যুর দুই দিন আগে বিবেকানন্দ বলেছিলেন রামকৃষ্ণের পরে বিদ্যাসাগরকে গুরুদেব বলে তিনি অনুসরণ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাংলার বাঘ বলেসুপরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সরল ও সাধারণ মানুষ ছিলেন অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অসাধাণর। তাঁহার ব্যক্তিত্ব চরিত্র, জ্ঞান, বিদ্যা, শিক্ত, সাহস ও গঠনশক্তি ছিল অসাধারণ। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা তাঁহার জীবনের অতি শুদ্র কার্যটির মধ্য দিয়াও তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কর্ম ছিলেন, কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মেুখে ছিল না, উহা সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি আরো বলেছেন বিদ্যাসাগর এই কথাটি আমার কাছে একজন মানুষের নামমাত্র নয়, ইহা আমার নিকট একটি মন্ত্রস্বরূপ।বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন আমার নিকট একটি জ্যোতির্ময় অশোকস্তম্ভ স্বরূপ। মনুষ্যত্বের সাধনায় ইহজীবনে যদি কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে এই একটি মাত্র অমোঘ মন্ত্র আছে। বিদ্যাসাগর এই কথাটি উচ্চারণেই পূণ্য। তাঁহারই আদর্শকে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন অনেকখানি বিকশিত হইয়াছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আর্যাবর্তের এঁটো

"আর্যাবর্ত" নামের সুরক্ষিত, নিরাপত্তাবেষ্টিত, প্রযুক্তিপূর্ণ এক নগর-রাষ্ট্রের দৃশ্য। তার বাইরের মানুষরা পরিষ্কার পানীয় জলের অধিকার-বঞ্চিত। মাঝে-মাঝে অবশ্য আর্যাবর্ত তাদের উপর হামলা চালায়, কিন্তু কোনও কিছুর অধিকার দেয় না। জল যেটুকু পাচ্ছে তা অপরিষ্কার, কখনও এমনই কালো-কর্দমাক্ত যা খাওয়া যায় না, তা দিয়ে স্নান করা যায় না। শুধু যে জলের জন্য হাহাকার করতে হচ্ছে তা-ই নয়, মুক্ত বাতাসও অকুলান। অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন অগণিত মানুষের সেই আর্যাবর্ত-বহির্ভূত বস্তিসদৃশ গলিময় বাসভূমির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আর্যাবর্ত নামের নগর-পরিসরটি তার বিলাসবহুল বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করার জন্য বাকি মানুষদের "আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে"। এই চিবিয়ে ফেলা শোষণের যন্ত্রণা কেবল আর্যাবর্তের বাইরের মানুষদের সইতে হয় তা-ই নয়, আর্যাবর্তের ভিতরের মানুষদেরও, যারা আর্যাবর্তের নীতির বিরোধী তাদের, সইতে হয়। সেই সব হিন্দু-মেয়ে যারা বিয়ে করেছিল ভালবেসে ভিন্ন ধর্মে তাদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে "শুদ্ধিব্রত"। মিশ্ররক্তের সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আর্যাবর্ত, তার পরে জননীকে পাঠিয়েছে নজরদারি প্রখর ক্যাম্পে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে ঘোষিত হচ্ছে আর্যাবর্তের জয়গান পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিরোধিতা করবার উপায় নারী-পুরুষ কারও নেই। আর্যাবর্তের পুরুষ-রক্ষকদের উচ্ছিষ্ট পাতের উপর দিয়ে দণ্ডি কাটার মতো ভঙ্গিতে গড়াগড়ি দিতে হয় শুদ্ধিব্রতী রমণীদের। তাদের সর্বাঙ্গে পুরুষের এঁটো আর্যাবর্তের কথা না শুনলে এঁটো হয়ে যেতে হয়।

কোথায় ঘটছে এই সব? আপাতত ঘটছে একটি ওয়েব সিরিজে সাম্প্রতিক নয়, কিছুকাল আগের। কোথায় ঘটবে? ঘটবে সেখানেই যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম পুঁজিবাদের সঙ্গে হাত মেলাবে, ফ্যাসিবাদের অঙ্গীকার নেবে সেখানেই এই সমস্ত ঘটনার আত্মপ্রকাশ সম্ভব। সে ধর্মের নাম হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান যা খুশি হতে পারে। এমনকি বামপন্থার কৌশলী, আমানবিক, যান্ত্রিক, প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রয়োগ থেকেও জন্ম নেয় ফ্যাসিবাদের বীজ।

দীপা মেহতা পরিচালিত এই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী ওয়েব সিরিজটি প্রয়াগ কাশ্যপের ডিসটোপিয়া লয়লা অবলম্বনে নির্মিত। দেখতে বসে কিন্তু মনে হয় না এ-সব আবার হয় নাকি? ২০৪০ আসতে তো আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। জলের মারাত্মক আকালের কথা তো এখনই খবরে উঠে আসে। এক দিকে মুম্বইয়ের বিলাসবহুল বহুতল বাড়িতে সুইমিং পুলের নিতান্ত ব্যক্তিগত জলকেলি, অন্য দিকে জলের অভাবে এখনই তো বস্তিবাসী বহুসংখ্যক মানুষের জীবনযাত্রা বিশুষ্ক। সন্তানের জন্মের পর তার রক্ত "বিশুদ্ধ" কি না তার জন্য এখনই এ দেশে রাষ্ট্রশক্তি কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা করছে না বটে কিন্তু "লাভ জেহাদ" চেনা শব্দবন্ধ হয়ে উঠেছে। বন্ধুদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে জানি, মুসলমান বন্ধু হিন্দু বান্ধবীকে বিবাহ করলে বাড়িভাড়া পেতে অসুবিধে হয়েছে নিকট অতীতে, এখনও হয়। লয়লা-তে দীপা রাষ্ট্র-পোষিত একটি বিদ্যালয়ের ছবি তুলে ধরেছেন। সেই বিদ্যালয়ে প্রতি মুহূর্তে আর্যাবর্তের জয়গান ঘোষিত হয়। তারস্বরে প্রতি দিন বিশেষ ভঙ্গিতে আর্যাবর্তের জয় ঘোষণা করতে করতে ছোট্ট মিষ্টি ছেলেমেয়ের দল যন্ত্রবত কঠোর হয়ে ওঠে। তাদের শরীর-মগজ বিশেষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যায় আর্যাবর্ত তাদের মা এই বিশ্বাসে ছিলাটান তাদের মন-মগজ, আর সব ঝুট হ্যায়। আর্যাবর্তে তাদের চোখের সামনে সর্বত্র সর্ব-শক্তিমান ফ্যাসিস্ট নেতার সুবিশাল মূর্তি।

দীপা মেহতার এই ভয়ঙ্কর "ডিসটোপিয়া" দেখতে দেখতে অনেক বাঙালি পাঠকের দু'টি রবীন্দ্র-নাটকের কথা মনে পড়ে যাবে কি মুক্তধারা আর রক্তকরবী। মুক্তধারা প্রকাশের শতবর্ষ অতিক্রান্ত। রক্তকরবীর পত্রিকা প্রকাশের শতবর্ষ আসন্ন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটক দু'টি লিখছিলেন তখন তারই সমসময়ে বাংলা সাহিত্যের এক দল যুবক-যুবতী কল্লোল পত্রিকাকে ঘিরে নতুন বাস্তব সাহিত্য রচনায় ব্রতী। তাঁরা বস্তির খবরে, দরিদ্র মানুষের বিবরণে, যৌনবাসনার প্রকাশ্যতায় বাস্তবকে বুঝতে চাইছিলেন। তাঁদের কাছে এগুলি বাস্তবের সর্বগ্রাসী চিহ্ন আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এগুলি বাস্তবের উপসর্গ যার অন্তরালে রয়েছে গভীর ব্যাধি। সেই ব্যাধির স্বরূপ খুঁজতে চাইছিলেন তিনি। সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বযুদ্ধ যে আর এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পৃথিবীকে, আর সেই পৃথিবী যে কেবল পাশ্চাত্যে সত্য ও বাস্তব নয় যে-কোনও সময়ে যে-কোনও ভূখণ্ডে বাস্তব, তা বুঝতে পারছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নাটক দু'টিকে রূপক-প্রতীক ইত্যাদি বলে আমরা দীর্ঘদিন দূরে রেখেছিলাম। শম্ভু মিত্র নির্বাসিত রক্তকরবী-র শাপমুক্তি ঘটিয়েছিলেন। তবে তাঁর পক্ষেও রবীন্দ্রনাথের নাটকটির সমস্ত সম্ভাবনা মঞ্চে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিয়ো-লিবারাল অর্থনীতির দাপট, পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় প্রযুক্তির নির্লজ্জ নৃত্য ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে তার আলিঙ্গন এখন আমাদের সহজেই বুঝিয়ে দেয় এগুলি কেন "আধুনিক" ডিসটোপিয়া। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশজ পুরাণ আর মহাকাব্যের উপাদান দিয়ে নিজের শিল্পনির্মাণ করেছিলেন। এ কালের আর্যাবর্তবাদী হিন্দুত্বপন্থীরা ভারতীয় পুরাণ আর মহাকাব্যকে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র নির্মাণের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে চান আর রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণ-মহাকাব্যের উপাদানকে কাজে লাগান পুঁজির প্রতাপের বিরোধিতা করার জন্য। এ এক আশ্চর্য কৃষ্ণকৌতুক!

দীপার আর্যাবর্তের নির্মাণে যেমন রাষ্ট্র-পোষিত বিদ্যালয়ের ভূমিকা খুব প্রবল, তেমনই রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা-তেও আছে একটি বিদ্যালয়ের কথা। সেই বিদ্যালয়ে মাস্টারমশাই যা বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদে, তা খুবই ভয়ঙ্কর। "...দিজ ভেরি বয়েজ উইল ওয়ান ডে বি আ টেরর টু অল দোজ হু হ্যাভ দ্য মিসফরচুন টু বি বর্ন আউটসাইড আওয়ার বাউন্ডারিজ।" আর্যাবর্তের বাইরের মানুষদের জীবনকে নরক করে দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে আর্যাবর্তের ভবিষ্যত নাগরিকেরা। মুক্তধারার মতোই প্রয়াগের আখ্যান আর দীপার নির্মাণ জল নিয়ে কথা বলে জল এই প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার এক দলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যন্ত্র বানানো হয়েছিল রবীন্দ্র- নাটকে। প্রাকৃতিক জলসম্পদকে মানুষের যন্ত্র, পুঁজির বাণিজ্য কৌশল ব্যক্তিগত রাষ্ট্রসম্পদ করে তোলে।

না, প্রয়াগ-দীপার আখ্যানের সঙ্গে পদে-পদে রবীন্দ্র-রচনাকে মেলানোর দরকার নেই। স্বাধীন ভাবে রবীন্দ্র-রচনা পড়লে বোঝা যায় এই মানুষটি ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের ক্ষমতাতন্ত্রকে খুব ভিতর থেকেই চিনতে পেরেছিলেন সংবেদী মনের তাগিদে। এল্‌মহার্স্‌রে সঙ্গে রেড অলিয়েন্ডারস (রবীন্দ্রনাথকৃত রক্তকরবী-র ইংরেজি অনুবাদ) নিয়ে আলোচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ এল্‌মহার্স্‌কে জানিয়েছিলেন লাগামছাড়া লোভ থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। সেই লোভ কেমন? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "গ্রিড ফর থিংস, ফর পাওয়ার, ফর ফ্যাক্টস"। বস্তুলোভ, ক্ষমতালোভ তো বোঝা গেল, কিন্তু তথ্যের প্রতি লোভ! রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, এরই উপর কিন্তু নির্ভর করছে আধুনিক কর্পোরেট পুঁজি-তাড়িত রাষ্ট্রের ক্ষমতাতন্ত্র। প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত যাপনকে তথ্যবিচারের আওতায় নিয়ে এসে তাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র তার ক্ষমতাতন্ত্র কায়েম করতে চায়। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী আর সর্দারের সংলাপ মনে পড়ে। সর্দার। ওদের আমরা বলি "রাজার এঁটো"।

নন্দিনী। মানে কী?

সর্দার। মানে এক দিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা! ওরা কি মানুষ! ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সংঘের প্রান্ত প্রচারক বৈঠকে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলার উটিতে শনিবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের তিনদিনের সর্বভারতীয় প্রান্ত প্রচারক বৈঠক শেষ হয়েছে। বৈঠকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে সংঘের শাখাগুলোকে আরও সক্রিয় করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও, মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি এবং হিমাচল, উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সংঘের দ্বারা পরিচালিত পরিষেবার কাজ পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। সংঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমূখ সুনীল আম্বেকর এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। মণিপুরে, সমাজের আলোকিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সংঘের স্বয়ংসেবকদের শান্তি ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। বৈঠকে, সংঘ স্বয়ংসেবকদের দ্বারা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য চলমান সহায়তার কাজ সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করা হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজের সকল অংশকে অনুরোধ করা হয়। পাশাপাশি স্থায়ী শান্তি ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারকে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

বৈঠকে হিমাচলের মান্ডি, কুল্লু প্রভৃতি জেলা, উত্তরাখণ্ড এবং দিল্লিতে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য সংঘের দ্বারা করা পরিষেবার কাজ পর্য্যালোচনা করা হয়, তাতণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়। অতীতে অন্যান্য দুর্য্যোগে করা কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সবাইকে জানানো হয়েছিল।

সংঘের শাখাগুলির দ্বারা সামাজিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে, তাদের আশেপাশের এলাকার প্রয়োজন অনুসারে সময়ে সময়ে অনেক সামাজিক ও সেবামূলক কাজ করা হয়। বৈঠকে এই ধরনের কাজের বিবরণ সহ অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয় এবং সংঘের প্রতিটি শাখাকে এই দিকে আরও সক্রিয় করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বিবৃতি অনুসারে, ২০২৩ সালে, সংঘের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষ সহ, মোট ১০৫টি সংঘ শিক্ষা বর্গ সম্পন্ন হয়েছে, যাতে সারা দেশ থেকে মোট ২১,৫৬৬ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ৪০ বছরের নিচে ১৬ হাজার ৯০৮ জন এবং ৪০ থেকে ৬৫ বছর বয়সী ৪৬৫৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

সারা দেশে ৩৯,৪৫১টি স্থানে সংঘের মোট ৬৩,৭২৪টি দৈনিক শাখা এবং ২৩২৯৯টি সাপ্তাহিক শাখা এবং ৯৫৪৮টি মাসিক মণ্ডলী চলছে। বৈঠকে সংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আগামী শতবর্ষের জন্য কাজের সম্প্রসারণ এবং শতাব্দী বিস্তরক যোজনাও পর্য্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে প্রধানত সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবত, সরকার্য্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে এবং সমস্ত সহ-সরকার্য্যবাহ এবং অন্যান্য সমস্ত আধিকারিকরা প্রাদেশিক প্রচারকদের সাথে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এর পাশাপাশি, সংঘের অনুপ্রাণিত বিভিন্ন সংগঠনের সর্বভারতীয় সংগঠন মন্ত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল।

সংঘের এই প্রান্ত প্রচারক বৈঠক প্রতি বছর জুলাই মাসে সংঘ শিক্ষা বর্গ সমাপ্ত হওয়ার পরে অনুষ্ঠিত হয়।

৩ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না নৈনিতাল পৌরসভার কর্মীরা

নৈনিতাল, ১৫ জুলাই (হি. স.) : নৈনিতাল পৌরসভার কর্মচারী ও পরিবেশ বন্ধুরা তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। পুরসভার কাউন্সিলর মনোজ সাহ জগতি এই বিষয়ে বিধায়ক সরিতা আর্য্যের সঙ্গে দেখা করেন।

এই বিষয়ে বিধায়ক নগরোন্নয়ন দফতরের উর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং দ্রুত বেতন দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও, পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রাসঙ্গিক নথি সরবরাহ করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে ভবিষ্যতে এই সমস্যা না হয়। উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই নৈনিতাল পৌরসভায় সময়মতো কর্মচারীদের বেতন না দেওয়ার সমস্যা রয়েছে। এ নিয়ে কর্মচারীদের পাশাপাশি কাউন্সিলর ও পৌরসভার সভাপতিরা অনেক ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও অনশন করেছেন এবং রাজ্য সরকারও নগরোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে পৌরসভার বকেয়া বেতনের জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত পৌরসভা নৈনিতালের কর্মচারীরা। সময়মতো বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ : মুখ্যমন্ত্রী চৌহান বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

ভোপাল, ১৫ জুলাই (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান শনিবার 'বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস'-এ যুবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সকল যুবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি যুবকের দক্ষতা বিকাশ করে স্বাবলম্বী হয়ে রাষ্ট্রের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে আমাদের প্রচেষ্টা।

মুখ্যমন্ত্রী চৌহান একটি টুইট বার্তায় বলেছেন যে 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তরুণদের উড্ডয়ন নতুন ডানা পেয়েছে। এছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে, সরকার যুবকদের জন্য 'সেখো-কামাও' এর মতো একটি দুর্দান্ত প্রকল্প শুরু করেছে, যা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ সুগম করবে।' সহজ করে তুলবে। আমি খুশি যে আজ যুবকরা চাকরিপ্রার্থী নয়, চাকরি প্রদানকারী। প্রতিটি যুবক যেন সক্ষম হয়, শুভ কামনা।'

অসমের সাংস্কৃতিক দফতরের উদ্যোগে হফলঙে শুরু দশদিনের কর্মশালা

হাফলং (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : অসম সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের উদ্যোগে বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা শনিবার থেকে শুরু হয়েছে হাফলং সরকারি উচ্চ মধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৫ জুলাই থেকে অনুষ্ঠেয় দশ দিনের এই গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় থাকবে নাটক, সাত্রিয়া নৃত্য, লোককথা, পরম্পরাগত নৃত্য, কবিতা, আবৃত্তি ও আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

আজ শনিবার থেকে অনুষ্ঠিত বিধানসভা এলাকা ভিত্তিক গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইএসসি লারিংডি নাইডিং, জেলা সাংস্কৃতিক বিভাগের আধিকারিক পাওরাংমডিং জেমি, হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বপন বর্মণ, হাফলং সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমীর মজুমদার, পার্শবর্তী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ গ্রীষ্মকালীন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইএসসি লারিংডি নাইডিং বলেন, এ হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের অবসরকালীন পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্য্যক্রম। দশ দিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরতে সক্ষম হবে। তিনি বলেন, স্নাতক পর্যায়ে এই গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে মাইবাঙে এবং জুনিয়র স্তরে অনুষ্ঠিত হবে হাফলঙে। এদিকে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার শেষ দিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার ও মানপত্র প্রদান করা হবে।

হাইলাকান্দি ধর্ষণকাণ্ডের কিনারায় ব্যর্থ পুলিশ সুপার লীনা দোলে, তদন্তভার কাছাড়ের এসপিকে হস্তান্তরের দাবি

কালাইন (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার বর্ণিব্রিজে সংগঠিত ধর্ষণ ও খুন মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ সুপার (এসপি) লীনা দোলের বিরুদ্ধ তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বহিন্দু পরিষদের দক্ষিণপূর্ব প্রান্ত এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দির এসপি লীনা দোলের বদলির দাবি জানিয়েছে। এবার লীনা দোলেকে ব্যর্থ পুলিশ সুপার আখ্যা দিয়ে বর্ণিব্রিজ ধর্ষণকাণ্ডের তদন্তভার কাছাড়ের এসপি নোমাল মাহাতোকে হস্তান্তরের দাবি জানিয়েছেন কাটিগড়ার বাগান শ্রমিকরা।

গত ৪ জুলাই হাইলাকান্দি জেলার বর্ণিব্রিজ চা বাগানের দুই নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তিন দুষ্কৃতী। ধর্ষণের পর সোনালি রী নামের এক নাবালিকার রহস্যমৃত্যু হয়। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত দুই যুবককে গ্রেফতার করলেও ঘটনার মুখ্য অভিযুক্ত জুবের আহমেদ তাপাদারকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। সোনালি রী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার কাটিগড়ার ২১টি চা বাগানের শ্রমিকরা কাটিগড়া সার্কল অফিসে দু ঘণ্টার ধরনা কর্মসূচি পালন করেন। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সোনালি হত্যার মূল অভিযুক্ত সহ ধর্ষণকাণ্ডে জড়িতদের এনকাউন্টারের দাবিতে সার্কল অফিস প্রাঙ্গণ সরগরম করে তুলেন সহস্রাধিক বাগান শ্রমিক।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শ্রমিক নেতা কার্তিক তাঁতি, কৃষ্ণ সিং, ভুবন রাজোয়াররা বলেন, বর্ণিব্রিজ ধর্ষণকাণ্ডে হাইলাকান্দি পুলিশের ভুমিকা একেবারেই সন্তোষজনক নয়। এত সংবেদনশীল ঘটনার তদন্ত যে গতিতে হওয়ার কথা, তার সিকিভাগও হচ্ছে না। তাঁরা হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার লীনা দোলেকে ব্যর্থ আখ্যা দিয়ে এই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোকে হস্তান্তর করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার মূল অভিযুক্ত জুবের আহমদ তাপাদারকে গ্রেফতার করা না হলে কাটিগড়ার চা বাগান শ্রমিকরা আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়াড়ি দিয়েছেন তাঁরা। এ ব্যাপারে তাঁরা কাটিগড়ার সার্কল অফিসার মারফৎ অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে এক স্মারকপত্রও প্রদান করেছেন বাগানশ্রমিকরা।

জোট বৈঠকে থাকলেও, সোনিয়া গান্ধীর নৈশ্যভোজে যোগদানের সম্ভাবনা কম মমতা

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : লোকসভা ভোটের আগে পটনার পর এবার বেঙ্গালুরুতে একত্রিত হচ্ছে বিরোধী জোট সোমবারের এই বৈঠকে যোগ দেবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই বৈঠকে যোগ দিলেও সোনিয়া গান্ধীর দেওয়া নৈশ্যভোজে নাও যেতে পারেন মমতা। এমনটাই ইঙ্গিত তৃণমূল সূত্রে। ওই সূত্রে দাবি করা হয়েছে, অস্ত্রোপচারের পর খুব বেশি ধকল নিতে চাইছেন না তৃণমূল নেত্রী। বেশি সময়টা নিজেকে বিশ্রামে রাখছেন। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই চলছেন। ইতিমধ্যে সনিয়ার নৈশ্যভোজে যোগ দিতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে।

দু বছর আগে এমনই এক জুলাই মাসে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে শেষ বার বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তবে এবার তৃণমূল সূত্রে দাবি, সোমবার বিকেলে বেঙ্গালুরু যাবে মমতা। তবে নৈশভোজে যোগ দিতে পারবেন না। কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু যাত্রার পর চিকিৎসকদের নির্দেশ মেনে তিনি হোটেলে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকবেন। নির্ধারিত ফিজিয়োথেরাপি করানোর কথাও রয়েছে। ১৮ জুলাই বৈঠকের পরে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। নেত্রী নিজে না থাকলেও তৃণমূলের প্রতিনিধি নৈশভোজে উপস্থিত থাকবেন।

এদিকে বেঙ্গালুরুর বৈঠক নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরু বৈঠকে তাঁরা যাচ্ছেন। সেখানে যে সিদ্ধান্ত হবে, সেই মতো তাঁরা লোকসভা ভোটে চলবেন। কংগ্রেস সূত্রের খবর, দেশ জুড়ে এক সঙ্গে মোদী সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হবে। তার জন্য একটি কমিটি তৈরি হতে পারে। রাজ্যস্তরে আসন সমঝোতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোয়াল ঘরে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য নলহাটিতে

নলহাটি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : বীরভূমের নলহাটি থানার নবগ্রামে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে নিজেদের বাড়ির গোয়ালঘরের মেঝে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃতদেহটি উদ্ধার হয়।

জানা গিয়েছে, ওই মহিলার স্বামী কাজের সুবাদে কলকাতায় থাকেন। দুই সন্তানকে নিয়ে একাই বাড়িতে থাকতেন মহিলা। শুক্রবার রাত্রিবেলা তিনি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে মধ্যরাতে মাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে দুই সন্তান। তখনই দেখতে পান গোয়াল ঘরে পড়ে রয়েছে মায়ের মৃতদেহ। পরে প্রতিবেশীদের জানালে তারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থলে মৃতদেহটি উদ্ধার করেন। মৃতের মেয়ে বলেন, "আমরা খাবার খেলাম একসঙ্গে তিনজন। তারপর একই সঙ্গে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাত ১২টা নাগাদ হঠাৎ দেখি মা নেই। কোথায় গেল খুঁজলাম। পরে গোয়ালঘরের কাছে দেখি চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি আর ভাই পাশের বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে আসি।"

মৃতার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের দাবি গৃহবধূকে খুন করা হয়েছে। মৃতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

১৭-১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বিরোধী বৈঠক হাজির থাকবেন মমতা

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : আগামী ১৭ ও ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে বসতে চলেছে বিরোধীদের দ্বিতীয় বৈঠক। সেই বৈঠকে হাজির থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে মমতার সফরসঙ্গী হচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ১৮ জুলাই তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।

সূত্রের খবর, লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে বিরোধীরা।

কুনোর জঙ্গলে চিতার মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ভূপেন্দর যাদব, বললেন বিশেষজ্ঞদের কথা চলছে

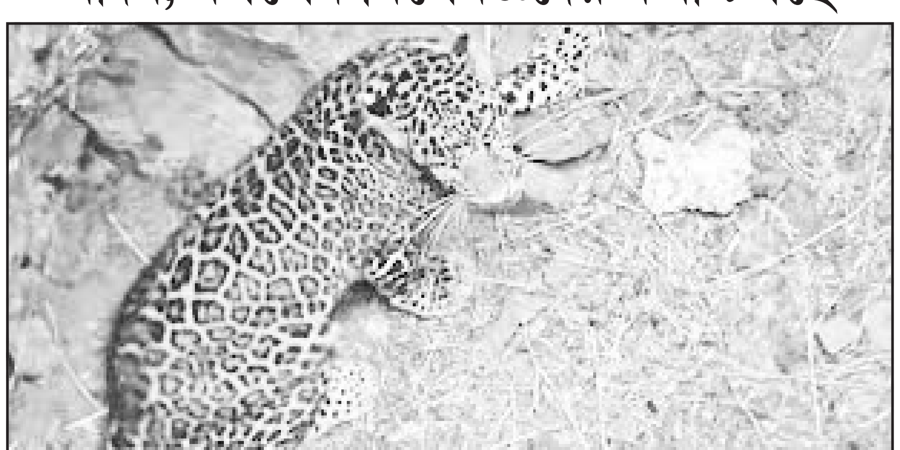

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে শুক্রবারই মৃত্যু হয়েছে আরও একটি চিতার। এ নিয়ে গত চার মাসে ভারতের মাটিতে মৃত্যু হয়েছে আটটি চিতার। কুনো জাতীয় উদ্যানে একের পর এক চিতার মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব।

শনিবার তিনি বলেছেন, 'আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞ-সহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।' মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব আরও বলেছেন, 'আমাদের টিম সেখানে যাবে। চিতাগুলিকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে না, কুনো জাতীয় উদ্যানেই থাকবে। আমি আশাবাদী প্রকল্পটি সফল হবে।'

উল্লেখ্য, গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা মেনে আফ্রিকার একাধিক দেশ থেকে ভারতে চিতা আনা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা আনা হয় কুনোর জঙ্গলে। এ বছর ১২ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা আসে ভারতে। কিন্তু, গত চার মাসে ভারতের মাটিতে মৃত্যু হয়েছে আটটি চিতার। জানা গিয়েছে, আফ্রিকা থেকে আনা সর্বশেষে মৃত চিতাটির নাম ছিল সুরজ। তাকে শুক্রবার সকালে কুনোর জঙ্গলে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সুরজের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে জম্মু-কাশ্মীরে জমি দেওয়া হচ্ছে না কোনও বহিরাগতকে : মনোজ সিনহা

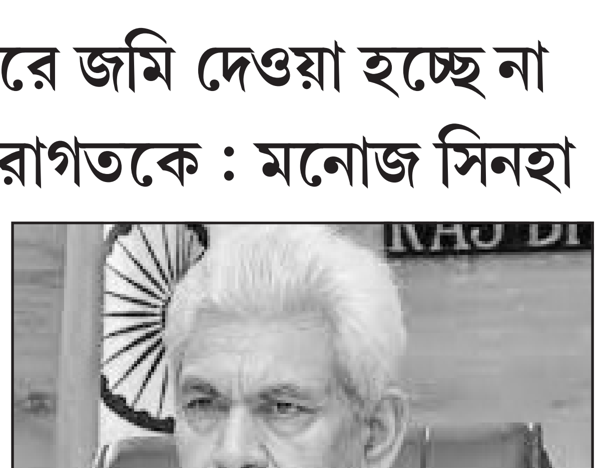

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরে জমি দেওয়া হচ্ছে না কোনও বহিরাগতকে। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, যারা অবৈধভাবে জমি দখল করেছে, তাঁদের জনগণকে বিভ্রান্ত করা বন্ধ করতে হবে। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার ডাক বাংলোতে একটি অনুষ্ঠানে উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, অনেক মানুষ তাঁর কাছে এসে বলেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জন্য যোগ্য কিন্তু তাদের কোনও জমি নেই।

মনোজ সিনহার কথায়, 'প্রশাসন তাই পর্য্যালোচনা করে এই ধরনের পরিবারগুলিকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৫ মালরা জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে তাঁরা নিজস্ব বাড়ি তৈরি করতে পারেন। এ পর্যন্ত গৃহহীন পরিবারের জন্য ১,৯৯৫০০টি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানে ৪৬,০০০ এসসি এবং এটি শ্রেণীর পরিবার রয়েছে, যারা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য ছিল এবং ২,৭১১ পরিবার যাদের কোনও জমি ছিল না।

মনোজ সিনহা আরও বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত, কিছু মানুষ বহিরাগতদের জমি দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। জম্মু ও কাশ্মীরে কোনও বহিরাগতকে জমি দেওয়া হচ্ছে না।"

আমতায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করলেন শুভেন্দু, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস

আমতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : হাওড়ায় আমতায় আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন শুভেন্দু। দিলেন পাশে থাকার আশ্বার। শীঘ্রই এ নিয়ে আইনি লড়াইয়েও নামবেন বলে জানালেন। শনিবার এভাবেই সুর চড়ালেন শাসকদলের বিরুদ্ধে। আওয়াজ তুললেন ছাপ্পা ভোট, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে আমতায় বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী সোমা রায় সহ ৬ বিজেপি কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। অভিযোগ, বেশ কিছু বাড়িতে শিকল তুলে দিয়ে বাইরে থেকে লাগিয়ে দেওয়া হয় আগুন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, আমতায় আরও একটা বগটুই করার চেষ্টা হয়েছে। কপাল ভাল, তাই অত বড় ক্ষতি হয়নি। এদিন আমতায় গিয়ে শুরুতেই আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু। বাড়ি বাড়ি ঘোরেন। বাড়ির মহিলাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। ঘুরে দেখেছেন গোটা এলাকা। তারপরই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, "বিজেপি করার অপরাধে কী করেছে দেখুন। আমি এদের নিয়ে সোমবার রিট-পিটিশন দাখিল করব।" এদিকে শুভেন্দুকে কাছে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন আক্রান্ত পরিবারের লোকজনেরা। ছুটে আসেন গ্রামবাসীরাও। তাঁদের দেখিয়েই শুভেন্দু বলেন, "গোটা গ্রাম আজ এসেছে। আমরা কাউকে ডাকিনি। এদের ভোট লুঠ হয়ে গিয়েছে। এদের কাউকে কাউন্টিংয়ের দিন ঢুকতে দেয়নি। প্রহসনের ছাপ্পার পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

উদ্ভিদ থেকেও মিলবে প্রোটিন

মাছ, মাংস, ডিম খেতে পারেন না, তবে প্রোটিনের চাহিদা বেছে নিতে পারেন উদ্ভিজ্জ খাবার।
শাকাহারী খাদ্যাভ্যাস যারা বেছে নেন তাদের অন্যতম দুশ্চিন্তা হলো পর্যাপ্ত প্রোটিন শরীরে যাচ্ছে কি-না।
সনদস্বীকৃত খাদ্যাভ্যাস ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞ এবং 'দ্য প্লান্ট বেইজড বেবি অ্যান্ড টডলার' বইয়ের রচয়িতা হুইটনি ইংলিশ বলেন, "সকল সম্পূর্ণ উদ্ভিজ্জ খাবারে প্রোটিন থাকে, এমনকি কফিতেও। তাই বীজ, সয়া, বাদাম, সীম ও শষ্য-জাতীয় খাবার থেকে সহজেই একজন মানুষ দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করতে পারেন অনায়াসে।
রিয়েল সিম্পল ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, "প্রতিদিন খুব বেশি প্রোটিন যে দরকার তাও কিন্তু নয়। গড়পড়তা ওজনের একজন নারীর দৈনিক প্রোটিন প্রয়োজন মাত্র ৪৬ গ্রাম। আর উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য শাকাহারী হতে হবে তাও নয়। বরং সব ধরনের খাবার কীভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে খাওয়া যায় তা বুঝতেও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎসগুলো চিনে রাখা উচিত।"
নর্থ ক্যারোলাইনা'র নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ক্লেয়ার কার্লটন বলেন, "আমি পরামর্শ দেব প্রোটিনের উৎস হিসেবে 'হোল ফুড'-জাতীয় উৎস বেছে নেওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে যাওয়া। এমনকি উদ্ভিজ্জ মাংস ও প্রোটিন পাউডার ইত্যাদিও এড়িয়ে যাওয়া উচিত।"
মাংসের বিকল্প কালেভদ্রে খাওয়াই শ্রেয়। তবে মনে রাখতে হবে এতে ভোজ্য আঁশ, ভিটামিন, খনিজ উপাদান ইত্যাদি কমই পাওয়া যাবে।

সীমজাতীয় খাবার

কার্লটন বলেন, "উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে খাবারের মধ্যে লতানো উদ্ভিদ থেকে আসা খাবারে পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব থাকে সবচাইতে বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে থাকে ভোজ্য আঁশ আর বি ভিটামিন। যেমন- মশুর ডালের প্রতি কাপে থাকে ১৮ গ্রাম। আবার কালো সীমের বীজের প্রতি কাপে প্রোটিন মিলবে ১৫ গ্রাম। আর দুটোই খাওয়া যায় সুপ, সালাদ ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে।
সয়া সয়াবিন ও অন্যান্য সয়া খাবার নিয়ে মানুষের মাঝে নানা মত প্রচলিত। প্রাকৃতিকভাবে সয়া অত্যন্ত পুষ্টিগুনে ভরপুর একটি খাবার, প্রোটিনের মাত্রাও এতে অনন্য। প্রতিকাপ সয়া থেকে মিলতে পারে প্রায় ১৮ গ্রাম প্রোটিন। সিদ্ধ মটরশুঁটি, 'শেলড বিনস', 'টফু', সয়াবিন ইত্যাদি সবগুলো থেকেই প্রোটিন মিলবে। সঙ্গে আরও মিলবে ওমেগা থ্রিএস, লৌহ, বি ভিটামিন এবং 'ফাইটোকেমিকেলস' নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট।

বীজজাতীয় খাবার

আকারে ছোট হলেও প্রোটিন কম নয় বীজজাতীয় খাবারে।
ক্যালিফোর্নিয়ার পুষ্টিবিদ ভিকি পিটারসেন বলেন, "ওটমিল, স্মুদি, সুপ ইত্যাদি খাবারে সহজেই বীজজাতীয় খাবার যোগ করা যায়। প্রোটিনের উৎস হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'হেম্প সিড'। মাত্র দুই টেবিল চামচেই পেতে পারেন ছয় গ্রাম প্রোটিন। একে বলা যায় 'কমপ্লিট প্রোটিন'।"
"কারণ তা থেকে পাওয়া যায় ৯ ধরনের প্রয়োজনীয় 'অ্যামিনো অ্যাসিড', ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, 'ওমেগা থ্রিএস' ইত্যাদি। কুমড়ার বীজ আর 'শিয়া সিড'য়েও প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। এই দুই বীজ মাত্র দুই টেবিল-চামচেই যোগান দিতে পারে পাঁচ গ্রাম প্রোটিন।"

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, আখরোট সবগুলোই প্রোটিনের আদর্শ উৎস। এক কাপ কাঁচা-বাদাম দিতে পারে চার থেকে ১০ গ্রাম প্রোটিন। এর মধ্যে এক কাপ চিনাবাদামে থাকে সাড়ে নয় গ্রাম প্রোটিন। আবার বাদামের মাখন বা পিনাট বাটার যোগাতে পারে সাত থেকে আট গ্রাম প্রোটিন, তাও শুধু দুই টেবিল-চামচেই।

শষ্যজাতীয় খাবার

"হোল গ্রেইন' বা শষ্যজাতীয় খাবার হলো স্বাস্থ্যকর 'কার্বোহাইড্রেট'। যেমন- ওটমিল বা ওটসের প্রতি কাপে যোগায় ১২ গ্রাম প্রোটিন, যা প্রায় দুটি ডিমের সমান। সেই ওটমিলের সঙ্গে যদি যোগ করা হয় সয়া মিল্ক আর পিনাট বাটার, তবে দিনের শুরুতেই পেয়ে গেলেন ২০ গ্রাম প্রোটিন", বলেন পিটারসেন।
গমের আটার প্রতি কাপে মেলে ১১ গ্রাম প্রোটিন। গমের ময়দার প্রতি কাপে ২৫ গ্রাম প্রোটিন। এক কাপ 'কিনোয়া' থেকে পেতে পারেন আট গ্রাম প্রোটিন।

সবজি

হ্যাঁ সবজি থেকেও প্রোটিন মেলে। প্রতি কাপ 'গ্রিন পিজ' বা মটর থেকে পাওয়া যায় ৯ গ্রাম প্রোটিন। সঙ্গে আছে ভোজ্য আঁশ ও ভিটামিন।
একটি আস্ত আলু প্রায় সাত গ্রাম প্রোটিন যোগান দেয়। পালংশাকের প্রতি কাপে আছে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন।
তৃতীয় ধাপ হল 'উ দো টোয়েলেট'। এটা সারাদিন স্থায়ী করতে একাধিকবার ব্যবহার করতে হয়।
আর সর্বশেষ ও কম মূল্যের সুগন্ধি হল 'উ দো কোলন'। এটা সাধারণত দুই ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। তাই সুগন্ধি বাছাই করার সময় উপরের ধাপগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, দেহের নির্দিষ্ট কিছু হরমোন এবং 'ফেরোমোনজ' বা দেহের গন্ধের সঙ্গে সুগন্ধি বিক্রিয়া করে ঘ্রাণে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে।

মুখের জেল্লা ফেরাতে পারে ডবল ক্লিনজিং

কাজ থেকে ফিরে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নেন। যতই ক্লান্ত লাগুক, এ নিয়মের অন্যথা হয় না। মেকআপ তোলার ক্ষেত্রে রিমুভারও ব্যবহার করেন। তার পর টোনিং এবং ময়েশ্চারাইজিং। এত কিছু করার পরেও ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে। ব্রণ, র্যাশ, ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা তো আছেই। সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালি মনোভাবে কখনও মুখ অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ছে, তো আবার কখনও তেল ভরে উঠছে।
অভিজ্ঞরা বলছেন, যত ভাল প্রসাধনীই ব্যবহার করুন না কেন, মুখ পরিষ্কার না হলে কোনও কিছুই কাজ করবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী হল "ডবল ক্লিনজিং" মেথড।
"ডবল ক্লিনজিং" কী?
দু'বার বা দু'টি ধাপে দুই রকম জিনিস ব্যবহার করে ত্বক পরিষ্কার করার পদ্ধতিই হল "ডবল ক্লিনজিং"। প্রথমে তেল দিয়ে মুখের যাবতীয় ধুলো, ময়লা বা মেকআপের পরত তুলে ফেলতে হয়। তার পর মাইল্ড কোনও ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখের অতিরিক্ত তেল তুলে ফেলতে হয়। ফলে ত্বক একেবারে শুষ্ক হয়ে যায় না।
"ডবল ক্লিনজিং" পদ্ধতিতে মুখ পরিষ্কার করবেন কেন?
১) ফেসওয়াশ বা সাবান ত্বকের গভীরে গিয়ে সেখান থেকে অশুদ্ধি টেনে বার করে আনতে পারে না। তাই ত্বকের বিভিন্ন স্তরে জমা ধুলোময়লা পরিষ্কার করতে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী।
২) মেকআপ করার সময়ে যেমন একের পর এক পরত মুখে মাখতে হয়, তেমন তোলার সময়েও প্রতিটি স্তর থেকে মেকআপ প্রসাধনী উঠছে কি না, তা খেয়াল রাখা জরুরি। ত্বকের বিভিন্ন স্তর থেকে মেকআপ তুলতে "ডবল ক্লিনজিং" পদ্ধতি পরখ করে দেখা যেতেই পারে।
৩) ত্বক গভীর থেকে পরিষ্কার করার পর ত্বকের জেল্লাও ফিরে আসে। বাইরে থেকে মুখ চকচকে করে তোলার জন্য নানা রকম প্রসাধনী পাওয়া যায়। তবে কিছু দিন "ডবল ক্লিনজিং" করার পরই তফাত নজরে পড়বে।

ডিম খাওয়া ছেড়েছেন? শরীরে কি কোনও বদল দেখা দিতে পারে?

সকাল, দুপুর, কিংবা রাত দিনের কোনও একটি খাবারে ডিম থাকবে না, তা যেন হতেই পারে না। পোচ, অমলেট, কষা, নানা ভাবে ডিম খাওয়া হয়। মাছের মতোই ডিমের প্রতিও বাঙালির ভালবাসা অটুট। ডিম যে শুধু স্বাদের খেয়াল রাখে, তা তো নয়। বরং ডিমের স্বাস্থ্যগুণও যথেষ্ট। ইদানীং অবশ্য অনেকেই ভেগান খাবারদাবারের প্রতি ঝুঁকছেন।
ফলে মাছ, মাংসের সঙ্গে ডিম খাওয়াও বন্ধ। এক দিনে দু"টো ডিম খেলে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলে কোনও সমস্যা হতে পারে কি?
ডিম হল নানা ধরনের পুষ্টিগুণে ঠাসা। শরীরে সেই উপাদানগুলির ঘাটতি পূরণ করতে ডিম খাওয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু ডিম খাওয়া বন্ধ করে দিলে শরীরে প্রোটিন, মিনারেলসের মতো অত্যন্ত উপকারী এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব ঘটবে। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, পেশি ক্ষয়ের মতো নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতা তো রয়েছেই। ডিম শরীর চাঙ্গা রাখতে সাহায্য করে। আর কী কী সমস্যা হতে পারে ডিম খাওয়া ছাড়লে?
১) ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরে প্রোটিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ডিম হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। ফলে ডিম যদি রোজের খাবারে না থাকে, সে ক্ষেত্রে প্রোটিনের ঘাটতি দেখা দেয়। আর সেই ঘাটতির হাত ধরেই ওজন বাড়তে থাকে। ২) ডিমে রয়েছে লুটেইন, জেক্সানাথিন নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। যা দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখে। ডিম না খেলে চোখের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।
৩) হৃদ্যন্ত্রের খেয়াল রাখে ডিম। প্রতি দিন ডিম খাওয়ার অভ্যাসে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমে। ডিম না খেলে সেই ঝুঁকি বাড়তে পারে।
ডিম না খেলেও সুস্থ থাকতে মাছ, মাংস কিন্তু খেতেই হবে। সেই সঙ্গে নানারকম শাকসব্জি, ডাল, ফল বেশি করে খাওয়া জরুরি। খেতে হবে দুগ্ধজাত খাবারও। এই খাবারগুলি থেকেও ভিটামিন বি১২, আয়রন, ফাইবার, প্রোটিন পাওয়া যাবে।

বেগুন কিমা ভর্তা

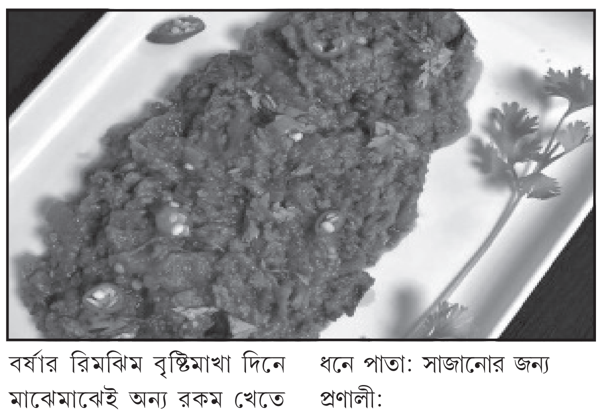

বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টিমাখা দিনে মাঝেমাঝেই অন্য রকম খেতে ইচ্ছে করে। কষা মাংস অথবা মাছের ঝোলের বদলে নতুন কোনও পদের স্বাদ নিতে চায় জিভ। বর্ষার মরসুমে ভর্তার আলাদা চাহিদা রয়েছে। চিংড়ি থেকে পটল, বাড়িতেই নানা স্বাদের ভর্তা বানিয়ে নেন অনেকেই। লটে মাছ, চিকেন কিংবা ডাল ভর্তা তো বহু বার খেয়েছেন।
কখনও বেগুন কিমা ভর্তা চেখে দেখেছেন? এই বর্ষায় বানাতে পারেন। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পাঁঠার মাংসের কিমা: ৩০০ গ্রাম
বড় বেগুন: ১টিসর্ষের তেল: ২-৩ চা চামচ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
আদা বাটা: ১ চা চামচ
রসুন বাটা: ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
লাল লঙ্কারগুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
গরম মশলার গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
ঘি: ১ টেবিল চামচ
ধনে পাতা: সাজানোর জন্য

প্রণালী:

বেগুনের গায়ে ভাল করে তেল মাখিয়ে দু'পাশ ভাল করে আগুনে পুড়িয়ে নিন। পোড়ানো হয়ে গেলে ঠান্ডা করতে দিন। ঠান্ডা হয়ে এলে ভাল খোসা ছাড়িয়ে বেগুন আলাদা পাত্রে রেখে মিহি করে মেখে নিন।
এ বার কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজগুলি বাদামি করে ভেজে নিন। পেঁয়াজের মধ্যেই আদা, রসুন বাটা এবং সব মশলা দিয়ে কিছু ক্ষণ ভাজতে থাকুন।
গন্ধ বেরোতে শুরু করলে টম্যাটো বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মাংসের কিমা দিয়ে কষাতে থাকুন। মিনিট পাঁচেক পর অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট পর ঢাকা খুলে মেখে রাখা বেগুনটা দিয়ে হালকা হাতে নাড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। নামানোর আগে উপর থেকে দু'চামচ ঘি ছড়িয়ে দিলে ভাল লাগবে। ভাত তো বটেই, বর্ষার রাতে গরম গরম রুটির সঙ্গে মন্দ লাগবে না বেগুন কিমার ভর্তা।

ভিটামিন ডি রোজ কতটা প্রয়োজন

এ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সূর্যের আলোর কোনও অভাব নেই। যা কিনা ভিটামিন ডি-র অন্যতম উত। তবু এই ভিটামিন ডি-র অভাবে ভোগেন প্রায় সত্তর শতাংশ ভারতীয়। সকালে উঠেই গা ম্যাজম্যাজ, ক্লান্তি থেকে শুরু করে হাতে পায়ের পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, হঠাতহঠাত মেজাজ বিগড়ে যাওয়া। কৈশোরের কোঠা পেরোতে না পেরোতেই ভিড় করে আসছে এমন রকমারি সমস্যা।
এই সব সমস্যার কারণ কিন্তু একটাই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি। এই ভিটামিন শরীরে নানা কাজে লাগে। ফলে এটির অভাব হলে কেবল মাত্র হাড় ক্ষয়ে যাওয়া বা ব্যথা-বেদনা নয়, তৈরি হতে পারে আরও বড় সমস্যা। পেশি নাড়াচাড়া করতেও প্রয়োজন হয় এই ভিটামিনের। এমনকি, এর সাহায্য ছাড়া মস্তিষ্ক থেকে সারা শরীরে বার্তা পর্যন্ত পাঠাতে পারে না স্নায়ু। রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও এই ভিটামিনটি ছাড়া ব্যাক্টেরিয়া-ভাইরাসদের প্রতিহত করা দুঃসাধ্য।
জানেন কি, একমাত্র এই ভিটামিনটিই মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছোট থেকে জেনেছি, ক্যালশিয়ামের গুণেই মজবুত হয় দাঁত ও হাড়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিটামিন "ডি" ঠিক মতো তৈরি না হলে ক্যালশিয়াম কাজ করতে পারে না। ফলে থাবা বসায় ছোটদের রিকেট থেকে শুরু করে বড়দের অস্টিয়োম্যালশিয়া, অস্টিয়োপোরেসিস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ। অনেক সময় কোলন ক্যানসার, স্তন বা প্রস্টেট ক্যানসারের মতো মারণ রোগ প্রতিরোধেও কাজ করে এই প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি।
একমাত্র ভিটামিনটি ডি মানুষের শরীরে নিজে নিজে তৈরি হতে সক্ষম! ছবি: সংগৃহীত।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অনুসারে, প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে ২০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন ডি-এর প্রয়োজন। তবে ব্যক্তিভেদে এই চাহিদা কমবেশি হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করে মানুষের জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের উপর। দুধ, পনির, মাশরুম, মাখন, তৈলাক্ত মাছ, চিজ, ডিমে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তা ছাড়া বাজারে কিছু ভিটামিন "ডি" সাপ্লিমেন্টও পাওয়া যায়। তবে চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ না করে সেগুলি নৈব নৈব চ। মূলত খুব ঠান্ডার জায়গায় যাঁরা থাকেন, যাঁরা নিরামিষাশী কিংবা যাঁরা বয়স্ক, তাঁদেরই চিকিতকরা মূলত ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট দেন। এ ছাড়া শরীরে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির উপসর্গগুলি প্রকট হয়ে উঠলেও চিকিতকরা ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট খেতে বলেন। এই সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, দিনের যে কোনও সময় এই ওষুধ খাওয়া যায়।

চারাগাছ কেনার সময়ে ঠকবেন না

মাঝেমাঝে ফুরসত পেলেই নার্সারিতে ঢুঁ মারেন অনেকেই। একটা-দু'টো করে গাছের চারা কিনে এনে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলেন ছোট্ট বাগান। তবে বাগান তৈরি করা সহজ হলেও গাছের চারা চেনা কিন্তু বেশ কঠিন। গাছ কেনার বিষয়ে একেবারেই যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই, ফলনযোগ্য চারাগাছ কেনার ক্ষেত্রে ঠকে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।
অনেক সময়ে দেখা যায়, চারাগাছ টবে লাগানোর কিছু দিন পরেই মারা যাচ্ছে। অনেকে ভাবেন সঠিক যত্নের অভাবে বোধ হয় এমন হয়। সেটা একটা কারণ হলেও সব সময়ে তা না-ও হতে পারে। চারাগাছের মান ভাল না হলেও এমন হয়। ভাল চারাগাছ চেনার কয়েকটি কৌশল রয়েছে। সেগুলি জানা থাকলে ঠকে যাওয়ার ভয় নেই।
১) নার্সারিতে একই গোত্রের বিভিন্ন চারাগাছ থাকে। কিন্তু সব গাছগুলি একই ভাবে বেড়ে ওঠে না। কিন্তু গাছ কেনার সময়ে দেখে নিন, সেটির বৃদ্ধি ভাল হয়েছে কি না। যদি দেখেন এখনও তেমন বড় হয়নি, তা হলে না নেওয়াই ভাল।
২) অনেক গাছের ডালপালা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। তেমন গাছ বাগান করার জন্য উপযুক্ত নয়। কচি শাখাপ্রশাখাযুক্ত গাছ কেনাই ভাল।
৩) নার্সারিতে গিয়ে ফুল ফুটে আছে কিংবা ফল হয়েছে, তেমন গাছগুলিতেই চোখ যায়। কিন্তু সেগুলি দৃশ্যসুখ দিলেও ফলন ভাল হয় না। টবে পোঁতার পরেই ফল এবং ফুল ঝরতে শুরু করে। এমনকি, যত্নের এ দিক থেকে ও দিক হলে মারাও যেতে পারে। বরং সঠিক যত্নের পর ফল ধরবে, ফুল ফুটবে এমন গাছের চারা কিনে আনুন।
৪) চারাগাছ ভাল কি না তা বোঝার অন্যতম উপায় হল গোড়ার প্রকৃতি। লক্ষ করুন গাছের গোড়া মাটিতে শক্ত ভাবে আঁকড়ে আছে কি না। অনেক সময়ে নতুন পোঁতা গাছকে পুরনো বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। তাই গাছের ডাল ধরে আলতো করে ঝাঁকিয়ে দেখুন গাছের গোড়ায় শক্ত মাটি আছে কি না। গোড়া শক্ত হলে কিছু হবে না। আর যদি নতুন মাটিতে বসানো হয়, সে ক্ষেত্রে সহজেই খুলে আসবে।
৫) কেনার আগে এক বার চারাগাছের উচ্চতা মেপে নিন। ২ থেকে ৩ ফুটের মধ্যে হলে ভাল। এ উচ্চতার চারাগাছ টবে হোক কিংবা মাটিতে, যে কোনও জায়গায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

কম ক্যালোরির লেমন পেপার চিকেন বানান

ডায়েট করা মানেই খাওয়াদাওয়ায় একাধিক বিধি-নিষেধ। তেলমশলাদার খাবার থেকে বেশ কিছু দিনের বিরতি। ডায়েট চলাকালীন রোজ রোজ সেদ্ধ খাবার খেতে খেতে মুখে অরুচি চলে আসে। তার পর যদি কিটো ডায়েট হয়, তা হলে সাধের ভাত-রুটিকেও বিদায় জানাতে হয়। নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, ফুলকপির ফ্রায়েড রাইস প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও কিছু দিন পরেই মনটা কেমন খাই খাই করে। এ সময়ে ভুলভাল কিছু খেয়ে নিলেই মুশকিল। তাই বলে কি ডায়েটে ভাল কিছু খাওয়া যায় না? সুস্বাদু হবে, স্বাস্থ্যকর হবে এবং ক্যালোরিও থাকবে কম, রইল এমনই একটি রেসিপির সন্ধান। খুব অল্প কয়েকটি উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন লেমন পেপার চিকেন। চটজলদি বানিয়েও ফেলা যায় আর একঘেয়েমি স্বাদও কেটে যায়। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ৪০০ গ্রাম
টক দই: ১ কাপ
ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ
আদা-রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচের গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
পেপরিকা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
মিক্সড হার্বস: ১ চা চামচ
মাখন: ১ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদমতো

প্রণালী:

একটি বড় পাত্রে মুরগির মাংস নিয়ে তাতে দই, নুন, লেবুর রস, পেপরিকা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিন। এ বার মুরগির মাংসের পাত্রটি ফ্রিজে তুলে রাখুন। আধ ঘণ্টা পর ফ্রিজ থেকে বার করে নিন। একটি ননস্টিক প্যানে মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে ভাজা ভাজা করে নিন। ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এ বার ঢাকা তুলে আবার কিছুটা গোলমরিচ, পেপরিকা আর মিক্সড হার্বস মিশিয়ে নিন। তার পর ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঢেকে রাখুন। গরম গরম উপভোগ করুন লেমন চিকেন। ডায়েটে ভাত-রুটি থাকলে তা দিয়ে খেতে পারেন এই সুস্বাদু পদ। আর কিটো ডায়েট করলে খুব বেশি ঝোল রাখবেন না, শুকনো শুকনো করে নিলে ভাত-রুটি ছাড়াই ভাল লাগবে চিকেনের এই পদটি।

বৃষ্টি-দুর্যোগে বাতিল হোটেল বুকিং, শিমলা-মানালিতে ধুঁকছে পর্যটন শিল্প

শিমলা, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিগত কয়েক দিনের বৃষ্টি, বন্যা পরিস্থিতির জেরে হিমাচল প্রদেশের চারিদিকে শুধুই ধ্বংসলীলা, আর তাতে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্যের পর্যটন। এমনটাই দাবি করছেন হিমাচলের হোটেল ব্যবসায়ীরা। পর্যটকের সংখ্যা হু হু করে কমতে শুরু করেছে। হোটেল ব্যবসায়ীর বলছেন, পর্যটন ব্যবসায় ১০০ শতাংশ ক্ষতি হয়েছে। এই বন্যা পরিস্থিতি আর বৃষ্টির জেরে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বেশির ভাগ জায়গায়। অনেক পর্যটক ঘুরতে এসে এই দুর্যোগে আটকে পড়েছেন। তাঁরা আতঙ্কে রয়েছেন। আবার এই পরিস্থিতি দেখে বহু পর্যটক তাঁদের বুকিং বাতিল করে দিচ্ছেন। শিমলা, মানালিতে মাথায় হাত হোটেলের মালিকদের।

হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান মিডিয়া উপদেষ্টা নরেশ চৌহান বলেছেন, "বন্যা পরিস্থিতি এবং বৃষ্টির কারণে পর্যটন শিল্প ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্যোগ পুরো পর্যটন শিল্পের প্রায় কোমর ভেঙে দিয়েছে। কী ভাবে দ্রুত পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনা যায় রাজ্যকে তার পরিকল্পনা চলছে।" শনিবারই ময়দানে নেমে পড়েন হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল শিবপ্রতাপ শুক্লা। মান্ডিতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। রাজ্যপাল বলেছেন, হিমাচল প্রদেশ সরকারের পাশে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ডক নদীতে তলিয়ে যাওয়া দুই বালকের দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৫ জুলাই (হি. স.) : বিহারের কিশনগঞ্জের পাহারকাট্টার ডক নদীতে শুক্রবার সন্ধ্যায় মহিষ নিয়ে পারাপারের সময় তলিয়ে গিয়েছিল দুই বালক। শনিবার সকালে সেই দুই বালকের দেহ উদ্ধার হল নদী থেকেই। মৃত দুই বালকের নাম মহম্মদ রেজাউল ও আবদুল সামাদ। দুজনেরই বয়স মাত্র ৮ বছর। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারাই নদীতে তল্লাশি চালিয়ে দেহ দুটি উদ্ধার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রতুয়া হাইস্কুলের পাশে ডক নদীতে মহিষ নিয়ে পারাপারের সময় প্রবল জলস্রোতে তলিয়ে যায় মহম্মদ রেজাউল ও আবদুল সামাদ। দুই বালককে নদীতে তলিয়ে যেতে দেখে স্থানীয়রা উদ্ধারকার্যে নেমেও ব্যর্থ হন। খবর দেওয়া হয় কিশনগঞ্জ সদরের এসডিআরএফকে। এরপর শনিবার সকালে এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই দুই বালকের খোঁজে নদীতে তল্লাশিতে নামে স্থানীয় বাসিন্দারা। তারাই দীর্ঘ তল্লাশির পর উদ্ধার করে দুই বালকের দেহ। দেহ উদ্ধারের বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে উদ্ধারকার্যে আসে বিপর্যয় মোকাবিলা দল। পাহারকাট্টা থানার আই সি সুনীল কুমার জানান, দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহদুটিকে তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে। এই ঘটনায় পাহারকাট্টা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মাদক পাচারের দায়ে মায়ানমারের এক নাগরিককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড মিজোরাম আদালতের

আইজল, ১৫ জুলাই (হি.স.) : মাদক পাচারের দায়ে মায়ানমারের এক নাগরিককে ১০ বছরের সশ্রম কারাবাসের পাশাপাশি এক লক্ষ টাকার জরিমানার রায় দিয়েছে মিজোরামের বিশেষ বিচারবিভাগীয় আদালত।

আজ শনিবার আবগারি ও নারকোটিক দফতরের মুখপাত্র পিটার জোহমিংথাঙ্গা এ খবর দিয়ে জানান, মায়ানমারের লিসেন গ্রামের বাসিন্দা বছর ২৬-এর বাউইনুংচুংকে মিজোরামের লুংলেই জেলার বিশেষ আদালত (এনডিপিএস আইন)-এর বিচারপতি এফ রোহলুপিয়া মাদকদ্রব্য হেরোইন পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় দিয়েছেন।

নারকোটিক দফতরের মুখপাত্র জানান, গত ১৩ জুলাই বাউইনুংচুংকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির বিধান দিয়েছেন বিশেষ আদালতের বিচারপতি এফ রোহলুপিয়া।

তিনি জানান, গত ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে হানথিয়াল জেলার তিয়াউ নদীর কাছে ৭৬২ গ্রাম হেরোইন সহ বাউইনুংচুংকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। শুনানিকালে নারকোটিক দফতরের কেঁসুলি আদালতকে প্রামাণিক তথ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন, হেরোইনগুলি সে (দোষী বাউইনুংচুং) মিজোরামে বিক্রির জন্য এনেছিল।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের আংটিকাণ্ডে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে নোটিশ দিয়ে তলব

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের আংটিকাণ্ডে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে নোটিশ দিয়ে তলব করল হেস্টিংস থানার পুলিশ। জেল সুপার দেবাশিস চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় জেলের আইন ভাঙা ও কর্তব্যের গাফিলতির অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ডিআইজি (কারা)। তার ভিত্তিতে জেল সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠাল পুলিশ।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলার শুনানি চলছে ব্যাংকশাল আদালতে। বিচারপর্বে পার্থর আংটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিচারক পার্থকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি তো জেলবন্দি। আপনার হাতে আংটি কেন? আপনি জানেন না, জেলবন্দিদের হাতে আংটি রাখা যায় না?' সেই প্রশ্নের উত্তরে পার্থ জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য এই আংটি পরেন। ইডি জানিয়েছিল, যখন তাঁরা পার্থকে নাকতলার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল, তখন আংটি খুলিয়েই আনা হয়েছিল। কিন্তু তারপর কীভাবে তিনি আংটি পেলেন তা জানা নেই। এরপরই জেল কর্তৃপক্ষকে কাঠগড়ায় তোলেন বিচারক। সেই ঘটনায় এবার জেল সুপারকে ডাকা হল।

লেকটাউনে দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় সোদপুর থেকে গ্রেফতার আরও ১, অধরা মাস্টার মাইন্ড

দমদম, ১৫ জুলাই (হি. স.) : দমদম লেকটাউনে দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার অন্যতম চক্রী আকাশ মল্লিক। দমদম লেকটাউনে দমকল কর্মী স্নেহাশিস রায়কে তাঁর বাড়ির সামনেই গুলি করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেই খুনের ঘটনায় আগেই টিটাগড় ও রহড়া থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

তাদেরকে জেরা করে খুনের নেপথ্যে থাকা দুই যুবক আকাশ মল্লিক ও তমাল পালের বাড়ি সোদপুর মিলনগড় এলাকায়। সকালে মিলনগড়ের বাড়ি থেকে আকাশ মণ্ডলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় লেকটাউন থানার পুলিশ। আকাশ মল্লিকের কাছেই তমাল পালের বাড়ি। তমাল পাল গাড়ি চালাতো। ঘটনার দিন রাত্রিবেলা তমাল পাল ও আকাশ মল্লিক বাইকে করে এলাকাছাড়া হয়।

পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের মাস্টারমাইন্ড তমাল পাল। তমাল এখনও পর্যন্ত পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই খুন হয়েছেন দমকলকর্মী। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, কী কারণে তাদের খুনের সুপারি দেওয়া হয়েছিল, কারা দিয়েছিল। কিন্তু তদন্তের স্বার্থে পুলিশ এখনই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনছে না।

দমকল কর্মী খুনের ঘটনায় উঠে আসছে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্বই। বৃহস্পতিবার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ঢোকার সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন স্নেহাশিস। তবে পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, স্নেহাশিস আততায়ীদের নজরে ছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। অভিযোগ, গত বছর ঠিক জুন মাসেই তাঁর ওপর হামলা চলে। তাও আবার তাঁর অফিসের সামনেই।

অভিযোগ ছিল, অফিস থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে এনেছিলেন বাইরে। কিছু বুঝে ওঠারে আগেই বন্দুক পকেট থেকে বার করে তাক করেন। কোনওভাবে পালিয়ে বেঁচেছিলেন স্নেহাশিস। থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। কিন্তু সেবার কেউ গ্রেফতার হননি।

শিলিগুড়ির ইসকনে পুজো দিলেন সিকিমের রাজ্যপাল

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : শিলিগুড়ির ইসকনে এলেন সিকিমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ আচার্য। শনিবার সকালে ইসকনে পুজো দেন তিনি। এদিন রাজ্যপালকে ফুলের তোড়া, মালা, এবং উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিশ্বব্যাপী প্রসারের জন্য ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রশংসা করেন রাজ্যপাল।

১১টি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করেছে সরকার, হবে আরও ১৯টি : মন্ত্রী নন্দিতা

হাফলং (অসম), ১৫ জুলাই (হি.স.) : ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিমা হাসাও জেলায় ১১টি আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করেছে সরকার। আরও ২৯টি আদর্শ অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে। আগামী দিনে আরও কয়েকটি নির্মাণ করবে সরকার। ডিমা হাসাও জেলায় যে ২৯টি নতুন আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে এ নিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা জেলা প্রশাসন এবং ঠিকাদারদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। বৈঠকের পর মন্ত্রী নন্দিতা সাংবাদিকদের বলেন, শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার আদর্শ অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র তৈরি করছে। তিনি বলেন, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে সরকারের এই পদক্ষেপ। আদর্শ অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি অত্যাধুনিক চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা, উন্নতমানের রান্নাঘর ও খাবার বিতরণ করা হবে বলে জানিয়ে মন্ত্রী গার্লোসা বলেন, পর্যালোচনা বৈঠকে অনেক ঠিকাদার নাকি তাঁকে জানিয়েছেন, ডিমা হাসাও জেলায় আদর্শ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্য গ্রামপ্রধানরা জমি দিতে চাইছে না।

এ কথা শুনে ক্ষোভ ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ তফশিলির অন্তর্ভুক্ত জেলায় উন্নয়নমূলক কাজে কোনও বাধা নেই। এমন-কি উন্নয়নমূলক কাজে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না বা জমি না দেওয়ার কথা কোনও আইনে লেখা নেই। মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা বলেন, আসলে একটি চক্র মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে, ষষ্ঠ তফশিলির ক্ষমতা খর্ব করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া এখন পার্বত্য পরিষদ ছাড়া জেলাশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে বলে বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল এবং সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সব কাজই হয় জেলাশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে। তাছাড়া কেন্দ্রের কিছু প্রকল্পের কাজও হয় জেলাশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে এবং সমগ্র রাজ্যের জন্য তা একই নিয়ম। তার মানে এই নয়, ষষ্ঠ তফশিলির ক্ষমতা খর্ব হচ্ছে বা উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করা হচ্ছে।

তাই, যারা এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তাদের এ-থেকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা।

পথ চলা শুরু সাইরক্ষা-র, হার্ডওয়্যার হ্যাকিং-এর খুঁটিনাটি প্রদর্শন পড়ুয়াদের

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উপলক্ষ্যে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকিং-এর পড়ুয়াদের হাত ধরে শুরু হল কলকাতার প্রথম সাইবার সিকিউরিটি ক্লাব "সাইরক্ষা"-র পথ চলা। সাইবার ক্লাবটির মূল পরিচালক কলকাতার সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ের পড়ুয়ারা এবং তাঁদের পরামর্শ দিতে পাশে থাকবেন এই ক্ষেত্রের দক্ষ পেশাদাররা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অ্যাডিশনাল সিপি কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের আইটি অ্যান্ড ই ও স্টেট ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার এবং যুগ্ম সচিব সঞ্জয় কুমার দাস, হিডকো"র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিষ সেন, এবং নাসকম-এর রিজিওনাল হেড নিরুপম চৌধুরী।

কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ও এগুলির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপিত হয়। বেকারত্ব, কর্মহীনতা এবং সঠিক মানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকারের অভাবের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী তরুণরা যে ধরণের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, সেগুলিকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় এদিন।

এই বিষয়ে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ অ্যান্টি হ্যাকিং-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, "এমন এক সময়ে এসে আমরা পৌঁছেছি, যেখানে দাঁড়িয়ে হার্ডওয়্যার হ্যাকিং-এর বিষয়ে ন্যূনতম ধারণাটুকু থাকা সকলের প্রয়োজন। এতদিন বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সহ সফটওয়্যার হ্যাকিং-এর শিকারও হয়তো কেউ কেউ হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে প্রায় দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে হার্ডওয়্যার হ্যাকিং-এর ভয়াবহতা। কার্ড ব্যবহার করে বা আপনার যেকোনো ডিজিটাল ডিভাইসের অ্যাক্সেস কারও কাছে থাকলেই, হ্যাকিং-এ পারদর্শী অন্য কোনও ব্যক্তি সেই জায়গায় অনুপ্রবেশ করতে পারে। তাই এই বিষয়ে সতর্ক থাকা আমাদের সকলেরই অত্যন্ত জরুরি।"

এদিনের অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এথিক্যাল হ্যাকার অনুভব সরকার। তিনি দেখান কীভাবে সহজেই হ্যাক করা যেতে পারে যেকোনও আরএফআইডি/এনএফসি কার্ড অর্থাৎ গাড়ির চাবির কার্ড, এমপ্লয়ী কার্ড বা হোটেলের ঘরে প্রবেশ করার কার্ড। আর মুহূর্তেই অন্যের দখলে চলে যেতে পারে সেটি। এর থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে তিনি বলেন আরএফআইডি প্রুফ কার্ড রাখার ব্যাগ বা ওয়ালেট ব্যবহার করতে কিংবা সেই কার্ড অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে মুড়ে রাখতে।

প্রেস সচিব শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কলকাতা, ১৫ জুলাই (হি. স.) : প্রেস সচিব শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার পর শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবান্নে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পুরনো পদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজভবনে প্রেস সচিব পদের জন্য জানুয়ারি মাসে নবান্নের তরফে তিন জনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে ইন্টারভিউ নিয়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন রাজ্যপাল। এবার সিভি আনন্দ বোস এবার প্রেস সচিব শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে দিলেন। তবে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবান্নে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পুরনো পদে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যপাল কোনও অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেননি। এদিকে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদে কাউকে নিয়োগ করার জন্য এখনও পর্যন্ত রাজভবনের তরফ থেকে নবান্নের কাছে কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি।

দত্তপুকুরে তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমাবাজি আইএসএফের

দত্তপুকুর, ১৫ জুলাই (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতের দত্তপুকুরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকাল থেকে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। তৃণমূলের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে দত্তরপুকুর থানা এলাকার পশ্চিম খিলকাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শুরি পুকুরে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। রাত নটা নাগাদ যখন দলীয় কার্যালয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ২১ জুলাই এর সমাবেশ নিয়ে বৈঠক করছিলেন, সেই সময় পার্টি অফিসে বোমা ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে বোমা ভর্তি একটি ব্যাগও উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে আইএসএফ। অন্যদিকে শাসকদলের দলীয় কার্যালয়ে বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দত্তপুকুর থানার পুলিশ। দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে শনিবার সকাল থেকে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপির রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বাবুলাল মারান্ডি

রাঁচি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডে বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি শনিবার পূজা ও যজ্ঞ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হারমুতে রাজ্য বিজেপি সদর দফতরে বিদায়ী রাজ্য সভাপতি দীপক প্রকাশ তাঁর হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন। একই সঙ্গে তাঁকে পাগড়ী ও উত্তরীও পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বাবুলাল মারান্ডি বলেন, রাজ্য বিজেপি দল গত তিন বছর ধরে আরও ভাল কাজ করেছে। সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। তিনি বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে ১৪টি আসনের সবকটিতেই জয়ের লক্ষ্য। এর পাশাপাশি আমরা বিধানসভা নির্বাচনে আরও ভালো ফল এনে সরকার গঠন করব।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত বিজেপি নেতা লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী, আঞ্চলিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কর্মবীর সিং সহ বহু বিজেপি নেতা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাখণ্ড : অত্যধিক বৃষ্টিপাত নিয়ে কৃষিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ ভারতীয় কৃষক সমিতির

দেহরাদুন, ১৫ জুলাই (হি. স.) : শনিবার প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী শ্যামবীর সাইনির নেতৃত্বে ভারতীয় কৃষক সমিতি রুরকির পদাধিকারীরা কৃষিমন্ত্রী গণেশ জোশীর সঙ্গে দেখা করেন। এসময় অতিবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে, মন্ত্রীকে দুর্যোগ ঘোষণা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দিয়ে মন্ত্রী গণেশ জোশী এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। হরিদ্বার জেলার কৃষি আধিকারিককে বিষয়টি বিবেচনা করে সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মন্ত্রী বলেন, গত কয়েকদিনের অতিবৃষ্টিতে জনসাধারণের পাশাপাশি রাজ্যে কৃষকদেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই কঠিন সময়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত মোট মূল্যায়ন অনুসারে, হরিদ্বার জেলায় উদ্যানপালনের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাধিক ক্ষতি হয়েছে।

তিনি বলেন, বীমার আওতায় থাকা কৃষকদের বীমা কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যে সমস্ত কৃষকরা বীমার আওতায় নেই তাদের ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী শ্যামবীর সাইনি, মেনপাল সিং, সুরেশ চৌধুরী, সূর্যকান্ত সাইনি প্রমুখ।

সৌদি আরবের ফার্নিচারের কারখানায় আগুন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই (হি. স.) : সৌদি আরবের দাম্মামে একটি ফার্নিচারের কারখানায় আগুনে পুড়ে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজন বাংলাদেশি ও একজন ভারতীও রয়েছেন। এছাড়া দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও দুজন।

ভোটে হেরে যাওয়ার পর আত্মঘাতী সিপিআইএম প্রার্থী

নদিয়া, ১৫ জুলাই (হি. স.) : নদিয়ার ফুলিয়ায় পঞ্চায়েত ভোটে পরাজয়ের পর কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বাম প্রার্থী। মৃত সিপিআইএম প্রার্থীর নাম অরবিন্দু প্রামাণিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে শান্তিপুর বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৫ নম্বর বুথে সিপিআইএম এর হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন অরবিন্দু প্রামাণিক। ভোটের ফল প্রকাশ হতে দেখা যায় তাঁকে হারিয়ে ওই বুথে জয়ী হয়েছে তৃণমূল প্রার্থী। কিন্তু এই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি অরবিন্দুবাবু। হারের পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। বাম প্রার্থীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় শিক্ষক অরবিন্দ প্রামাণিক দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন আন্দোলনে এলাকায় তাঁকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। এর আগে পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনবার জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু, এবার নিজের এলাকা ছেড়ে বেলঘড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৫ নম্বর বুথে সিপিআইএম এর হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে যান তিনি। এরপরই চরম সিদ্ধান্ত নেন অরবিন্দু প্রামাণিক। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

৩৬ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন ৫ জন অমরনাথ পুণ্যার্থী, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২৪

শ্রীনগর, ১৫ জুলাই (হি.স.): বিগত ৩৬ ঘন্টার মধ্যে প্রাণ হারালেন আরও ৫ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী। এই নিয়ে মাত্র ১৫ দিনে অমরনাথ যাত্রায় মৃত্যু হয়েছে ২৪ জন পুণ্যার্থীর। এই মৃত্যুগুলির বেশিরভাগই উচ্চতার কারণে অসুস্থতায় হয়েছে, অক্সিজেনের অভাব এবং হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, "বিগত ৩৬ ঘন্টায় পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে চারটি মৃত্যু হয়েছে পহেলগাম রুটে এবং একজন বালতাল রুটে। নিহতদের মধ্যে একজন আইটিবিপি অফিসারও রয়েছেন, যিনি অমরনাথ যাত্রা ডিউটির সময় মারা গিয়েছেন। নিহতরা উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং গুজরাটের বাসিন্দা।"

অমরনাথ পবিত্র গুহা মন্দিরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,৮৮৮ মিটার উপরে অবস্থিত। তীর্থযাত্রীদের শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যের রান্নাঘরে (ল্যাঙ্গার) সমস্ত জাঙ্ক ফুড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরোটা, পুরি, মিষ্টি এবং কোল্ড ড্রিঙ্কস সহ সমস্ত হালওয়াই আইটেম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিগারেট বিক্রিও নিষিদ্ধ রয়েছে।

উল্লেখ্য, বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে, সমাপ্তি আগামী ৩১ আগস্ট।

বাসন্তীতে তৃণমূল কর্মীকে গুলি

বাসন্তী, ১৫ জুলাই (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোটে হেরে গিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস করছে আরএসপি। সেই সন্ত্রাসের কারনেই সামিম সর্দার নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুনের চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। শুক্রবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর গরানবোস গ্রামে। রক্তাক্ত অবস্থায় সামিমকে উদ্ধার করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছে আরএসপি।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল সামিম। বাড়ির কাছেই তাঁর রাস্তা আটকায় একদল দুষ্কৃতি। তাদের সাথে প্রথমে ধ্বস্তাধস্তি হয় সামিমের। পড়ে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্তরা। গুলি লাগে সামিমের হাতে। গুলির আওয়াজ ও তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন বেরিয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।সামিমের বাবা আব্দুল কাদের সর্দারের বলেন, " আমরা এই এলাকায় তৃণমূল দল করি। সেই কারনেই আমাদের উপর ওদের রাগ। এবারের ভোটে এই বুথটা হেরে যায় আরএসপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। সেই কারনে গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে আরএসপিরা। আমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু আমাকে না পেয়ে ছেলেকে খুনের চেষ্টা করেছে।" এলাকার তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী হাবিবুর রহমান সর্দার বলেন, " ভোটের আগে থেকেই এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে আরএসপি। আর ভোটের ফল ঘোষণার পর নানাভাবে তৃণমূল কর্মীদের খুনের হুমকি দিচ্ছে। ওরাই গুলি করেছে সামিমকে।" বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক তথা আরএসপি নেতা সুভাষ নস্কর বলেন, " এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ঘটনায় আরএসপি জড়িত নয়। আমাদের সংগঠনই ঐ এলাকায় সেভাবে নেই। পঞ্চায়েত ভোটে আমরা প্রার্থী দিতে পর্যন্ত পারিনি।

বাংলাদেশী আটক

● প্রথম পাতার পর

প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। তাই তারা দালালের মাধ্যমে সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লী চলে যায়। কসবা কালিবারি হয়ে তারা ত্রিপুরায় প্রবেশ করে বলে জানতে পেরেছে জি আর পি। আগরতলা রেল ষ্টেশনের পুলিশ আধিকারিক জানান সীমান্ত অতিক্রম করে কিভাবে তারা প্রবেশ করছে তা দেখবে সীমান্তের দায়িত্বপ্রাপ্তরা। তাদের দায়িত্ব যারা সীমান্ত অতিক্রম করতে এবং দিল্লী পারি দিতে সহায়তা করছে তাদের চিহ্নিত করে আটক করা। এদিনের অভিযানে একজন অটোচালককে আটক করেছে জি আর পি কর্মীরা। তার নাম সম্পদ সাহা, বাড়ি নতুন নগর। সেই রেল ষ্টেশন পর্যন্ত তাদের পৌঁছে দিয়ে টিকিট কেটে দিতে সহায়তা করেছিল।

প্রথমা স্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পুড়িয়ে দিয়েছিল স্বামী। এরপর তিনি মামলা করায় স্বামী বলেছিল ৮ লাখ টাকা দেবে।

টাকার কথা বলে মহিলাকে দিয়ে মামলা নিস্পত্তি করিয়ে নেয়। কিন্তু টাকা তো দেয়নি, বাড়িতে জায়গাও মেলেনি। বরং দ্বিতীয় বিয়ে করে নেয় স্বামী। গত ৫দিন আগে ছেলেকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে আসেন প্রথমা স্ত্রী। তখন থেকে মা-ছেলে অভুক্ত এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন। কারণ তারা আসার পর স্বামী, দ্বিতীয় স্ত্রী এবং শাশুড়ি ঘরে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায়।

দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন জসীম মিয়া এবং কাবিল মিয়া। বাজেয়াপ্ত ইয়াবা টেবলেটের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৩ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় পশ্চিম জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ১৫ জুলাই শনিবার সকাল ১১টায় শুরু হয় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য্য, মোহনপুর মহকুমা কৃষি বিভাগীয় আধিকারিক উত্তম সাহা, রাজু রবি দাস এবং খাদ্য দপ্তরের মোহনপুর বিভাগীয় আধিকারিক শ্যামল ঘোষ, বামুটিয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বামুটিয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শীলা দাস সেন সহ অন্যান্যরা। বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য্য।

করলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন।পাশাপাশি এদিন তিনি সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে, বাড়িঘরের আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে এবং এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।মানব সভ্যতার উন্নতির পথে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাস্টিকের বিরূপ প্রভাবে শুধু পরিবেশেই দূষিত হয় না, আমাদের শরীরেরও ক্ষতি হয়। তাই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে প্লাস্টিক বর্জনে জনজাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জনের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আজ আগরতলা টাউন হলে বি'ান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধীনস্থ ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আয়োজিত 'প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের' সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। এই কর্মসূচি আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

অনুষ্ঠানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রত্যেক সচেতন নাগরিকেরই নিজের বাড়িঘরের পাশাপাশি আশপাশকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ। বাড়িঘরের আবর্জনা যত্রতত্র না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে এবং এলাকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিতে মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৩ হাজার ২০০ এমন রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই এই ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে মানুষের শরীরে নানা রোগ তৈরি হচ্ছে। প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে ব্যাপক প্রচার সংঘটিত করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের স্কুল, কলেজ, পাড়া সর্বত্রই প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সমস্ত নাগরিককে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়, কলেজ, অফিস বিল্ডিংগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার যে আহ্বান রেখেছেন সেই বার্তা জনসচেতনতার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দিতে হবে। প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে মুখ্যমন্ত্রী সবার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পর্কে সর্তক হওয়া এবং সার্বিকভাবে প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, দেশে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য যাকে ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুন্যাল ফোরামে কোন ধরণের বিরূপ মন্তব্য বা জরিমানার সম্মখীন হতে হয়নি। এই ক'তিত্ব আগরতলা পুরনিগম সহ রাজ্যের স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত কর্মীদের। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের সাথে যুক্ত মহিলারা প্লাস্টিকের বিকল্পে যে পরিবেশবান্ধব দ্রব্যসমূহ তৈরি করছেন, তা ক্রয় করতে তিনি সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। এর ফলে মহিলাদের জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তাদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে মুখ্যসচিব উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বি'ান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি। এছাড়াও ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক সৌরভ ত্রিপাঠী, ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ড. বিশু কর্মকার। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বি'ান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দাস। অনুষ্ঠানে 'প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা' শীর্ষক একটি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার গ্রামীণ জীবিকার মিশনের অধীনস্ত বিভিন্ন স্বসহায়ক দলগুলির দ্বারা প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে তৈরিক'ত পরিবেশবান্ধব দ্রব্যসমূহ বিষয়ক একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে স্বসহায়ক দলগুলি দ্বারা তৈরিক'ত বিভিন্ন দ্রব্যাদির একটি কিট বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সভাপতির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

প্ল্যানারি সভায়

● প্রথম পাতার পর

দলের সুপ্রিমো আগেই দিয়ে রেখেছিল। তিনি এও বলেছিলেন দলে পদাধিকার রয়েছে অথচ তিনি কোন ধরনের কাজকর্ম করছেন না দল তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে। অর্থাৎ দলের নেতৃত্বে রদবদলের কথা আগেই জানিয়েছিলেন মহারাজ। তবে প্লেনারি বৈঠকে প্রথম দিনই জনজাতিদের অধিকার রক্ষা নিয়ে সরব ছিলেন দলীয় নেতৃত্বরা। অতীতে জনজাতিদের ওপর যে ধরনের অবিচার হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দলের বিধায়ক থেকে শুরু করে এমডিসিরা।

তাদের অভিযোগ আজও জনজাতিদের উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে সরকার। বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ এডিসির কাজকর্মে অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ককবরক ভাষায় রোমান হরফ চালু নিয়ে এখনো স্পষ্টিকরন দেয়নি সরকার। স্বাধীনতার পর থেকে জনজাতিরা যেভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সেই ধারা আজও রয়ে গেছে। এই অভিযোগ এনে জোড়দার আন্দোলনের ডাক দিলেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তারা বলেন তিপ্রাসা ছাড়া জাতীয় সংহতি হতে পারে না। তাই জনজাতিদের অধিকার রক্ষার জন্য গ্রেটার তিপ্রলান্ড হওয়া দরকার। সাংবিধানিক সমাধানের মধ্য দিয়ে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে জনজাতিদের। আর জনজাতিদের একমাত্র পিতা হতে পারে বুবাগ্রা। পয়লা জাতি উলু পার্টি তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ দলের চেয়েও জাতি যে বড় তা আবারও বুঝিয়ে দিলেন এদিনের প্লেনারি সেশনে মাথার শীর্ষ নেতৃত্বরা। তাই জাতির রক্ষার স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন বক্তারা। আগামী দিনের কর্মসূচি কি হবে এই প্লেনারী সেশন থেকেই জানা যাবে দুদিনের অধিবেশনের উদ্বোধন করেন তিপরা মথার চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। তবে তিনি এদিন বক্তব্য রাখেন নি। দলের কর্মকর্তাদের কথা শুনেছেন। উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা, এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক বৃষ্যকেতু দেববর্মা, স্বপ্না দেববর্মা ছাড়াও তিপরা মথার সব বিধায়ক, এমডিসি সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা। দলের মিডিয়া ইন-চার্জ পল ধাংশু জানান, দুদিনের অধিবেশনে আগামী দিনের কর্মসূচি ঠিক হবে। আগামীকাল ভাষণ পেশ করবেন দলের চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলনেতা।

এআইসিসির

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচি কি হবে। দলীয় কর্মীদের কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এই বিষয় নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর। লোকসভা নির্বাচনের আগে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরাতেও উপ নির্বাচন এই বিষয় নিয়েও বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গেছে আসন্ন নির্বাচন গুলিতে বিজেপি বিরোধী দলগুলির সঙ্গে কংগ্রেস কোন ধরনের সমঝোতায় যাবে কিনা তা সময় ই জানা যাবে বলে মত ব্যক্ত করেন খাগরে। তবে বৈঠকে এ বিষয়টি প্রাধান্য চেয়েও দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যৌনস্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধানে গাইনোবেদার সমীক্ষা

উত্তরপূর্বের ৯৮ শতাংশ মহিলাই যৌনস্বাস্থ্যের নানা সমস্যায় আক্রান্ত

আগরতলা, ১৫ জুলাই।। উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের ঋতুচক্র আর জননাঙ্গের স্বাস্থ্য সমস্যা উদ্বেগজনক। অন্তত ৯৮ শতাংশ মহিলাই কোনো না কোনো ভাবে এই ধরনের সমস্যায় ভুগেছেন বা এখনও ভুগছেন। " গাইনোবেদা' নামের একটি আয়ুর্বেদ সংস্থার বিশাল আয়োজনের সমীক্ষায় উঠে এসেছে এই তথ্য। উত্তরপূর্বের ৮টি রাজ্যের ৫ শতাধিক মহিলাকে নিয়ে করা হয়েছে এই সমীক্ষা।

স্বাস্থ্য সমস্যায় থাকা মহিলাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, মাসিক ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ৫৫ শতাংশ মহিলা, আর ৩৬ শতাংশ মহিলা ভুগছেন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজর্ডারে। এছাড়া অন্য অসুখ তো আছেই। যার মধ্যে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিসর্ডারে (পিআইডি) আক্রান্ত ২৪ শতাংশ, ক্যান্ডিডায়াসিনে অন্তত ১৮ শতাংশ, প্রি-ম্যানয়াল সিন্ড্রোমে ১২ শতাংশ মহিলা ভুগছেন। সমীক্ষায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ মহিলা ৩৫ বছর বয়সের বেশি ছিলেন। এই পরিসংখ্যান থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে, এই বিষয়টির দ্রুত, সার্বিক ও সহজে উপলব্ধ স্বাস্থ্য সুরক্ষার সমাধান প্রয়োজন।

গাইনোবেদা''র দুই প্রতিষ্ঠাতা বিশাল গুপ্তা ও তাঁর স্ত্রী রচনা গুপ্তা জানিয়েছেন, ঋতুস্রাব আর জননাঙ্গের সমস্যা নিয়ে কোনো ভারতীয় সংস্থার পক্ষ থেকে করা এটাই সবচেয়ে বড় সমীক্ষা। বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রেখে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। এইসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য এক সঠিক ও সহজলভ্য আয়ুর্বেদিক সমাধান নিয়ে আসাই মূলত এর উদ্দেশ্য। আর গাইনোবেদা এখন পর্যন্ত নানা অঞ্চলের ৪ লাখেরও বেশি মহিলার যৌনস্বাস্থ্যের সমস্যার সঠিক সমাধানে কাজ করেছে।

গাইনোবেদা মূলত বিশ্বের প্রথম এমন এক আয়ুর্বেদিক ফেমটেক ব্র্যান্ড, যেখানে আয়ুর্বেদের সঙ্গে প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট মহিলাদের মধ্য থেকে সমীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে মহিলারা যাতে বয়ঃসন্ধি থেকে শুরু করে রজঃনিবৃত্তি বা মেনোপজের বয়স পর্যন্ত তাদের যৌনস্বাস্থ্যের জন্য আয়ুর্বেদকেই প্রথম ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য কাজ করে চলেছে গাইনোবেদা''। যার সঙ্গে যুক্ত আছেন চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা। দেশের ৫৮টি বড় শহরে এখন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও গাইনোবেদার সুযোগ গ্রহণ করা যাচ্ছে।

বিষপানে

● প্রথম পাতার পর

একবার পালিয়ে গিয়েছিল, সে অব্দি বিয়ে না করেই জয়পুর স্থিত তারা বাড়িতে ফিরে আসে।

পরে শাকিলের মা-বাবা দুজন মিলে রিয়াকে মারধর করেছে। তারপর বাড়ি ছেড়ে রিয়ার মা রিয়াকে নিয়ে ভাড়া চলে আসে রামনগর এলাকায়। কিন্তু তারপরও তারা দুজনের ভালোবাসার সম্পর্ক যেন মোছা যায় নি। গত ৮ জুলাই রিয়া এবং শাকিল আবারো পালিয়ে যায়। কিন্তু ধর্মনগর গিয়ে শাকিল পরিবারের ফোন পেয়ে কোন এক অজুহাত দেখিয়ে রিয়াকে সেখানে একা ফেলে বাড়ি চলে আসে। তারপরে রিয়া সেখানকার মানুষের সহযোগিতা বাড়ি ফিরে আসে।

ভালোবাসা মানুষটির কাছ থেকে প্রতারণা সহ্য করতে না পেরে পরের দিন সে বিষ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ির লোকজনেরা সাথে সাথে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। শনিবার ভোর সাড়ে চারটার নাগাদ মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে অবুঝ ভালোবাসার প্রেমিকা রিয়া। পশ্চিম আগরতলা থানায় শাকিলের বিরুদ্ধে রিয়ার মা একটি মামলা দায়ের করে কঠোর শাস্তি দাবি করলেন। শনিবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর রিয়ার মা কান্নায় ভেঙে পড়ে জিবি হাসপাতাল চত্বরে। বারবারই একটি কথাই বলছিলেন এভাবে কেন তার মেয়ের সাথে প্রতারণা করেছে অভিযুক্ত শাকিল। অভিযুক্ত শাকিলের বিচার চায় তিনি।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান নিতিশ দে। সেই গাড়ির ঘরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে ইটের টুকরো পাওয়া যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ক্যানিংয়ে খুন তৃণমূল কর্মী, আটক চার

ক্যানিং, ১৫ জুলাই (হি. স.) : রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক তৃণমূল কর্মীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে। নিহতের নাম নান্টু গাজি ওরফে নানু গাজি(৩৩)। ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রেদোখালি গাজি পাড়ার ঘটনা। শুক্রবার গভীর রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, নিহত নান্টু গাজি স্থানীয় ২৪২ নম্বর বুথের তৃণমূল সভাপতি। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁকে নানা ভাবে খুনের হুমকি দিচ্ছিল এলাকার আইএসএফ কর্মী মতোহার গাজি, ইছা সর্দার, দিলু গাজি, জহির মোল্লারা। পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদন্দ্বিতায় এলাকায় তৃণমূলের জয়ের কারনে শুক্রবার সেখানে বিজয় মিছিল হয় নান্টুর নেতৃত্বে। সেই সময় থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। রাতে এলাকায় আইএসএফরা বোমাবাজি করে বলেও অভিযোগ। এরপর রাত একটা নাগাদ নান্টুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় জাহাঙ্গীর গাজি নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি। অভিযোগ তখনই আচমকা অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপায় নান্টুকে। চিৎকার করতে করতে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি লুটিয়ে পড়েন। চিৎকার শুনে পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় নান্টুর।ঘটনার খবর এলাকায় এসে পৌঁছতেই সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়েন নিহতের স্ত্রী খালেদা গাজি। খালেদা বলেন, " বাড়িতে ঘুমচ্ছিলেন স্বামী। হটাত রাত্রি ১ টা নাগাদ ফোন করে ওকে ডেকে নিয়ে যায় জাহাঙ্গীর। তারপর তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। আইএসএফরাই এই খুন করেছে। ও তৃণমূল দল করতো বলেই খুন করেছে।"প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দশ বছর আগে খালেদার বাবা জুলফিকার গাজিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ রয়েছে। সেই ঘটনা এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। ঘটনায় অন্যতম সাক্ষী এই নান্টু। সেই শত্রুতার কারনও এই খুনের পিছনে রয়েছে বলে দাবি করেছেন খালেদা। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, " এই ঘটনায় কতটা রাজনীতি রয়েছে জানিনা, পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। তবে আমার ধারনা জুলফিকরের খুনের সাক্ষীকে পথের কাটা হিসেবে সরিয়ে দিতেই এই খুন।" পুলিশ ও এই ঘটনায় রাজনীতির কথা মানতে চায়নি। পুরাতন শত্রুতার জেরেই এই খুন বলেই দাবি পুলিশের। এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাস বলেন, " দশ বছর আগের একটি খুনের ঘটনায় প্রধান সাক্ষী ছিল নান্টু। আগামি ১৯ তারিখ সেই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ রয়েছে। সেই কারনেই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে আমাদের প্রাথমিক অনুমান। এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ধারালো অস্ত্রটিকেও আমরা উদ্ধার করেছি। আপাতত চারজনকে এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে।"পরিবার বা স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বর দাবি ধৃতরা সকলেই আইএসএফ কর্মী। রাজনৈতিক শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করলেও সেই অভিযোগ মানতে চাননি এলাকার আইএসএফ নেতৃত্ব। ক্যানিং ১ ব্লকের আইএসএফ সম্পাদক মোর্তজা খান বলেন, " এটা সম্পূর্ণ পুরানো বিবাদের জেরে ঘটেছে। আইএসএফকে বদনাম করার জন্য আমাদের দলের নাম জড়ানো হচ্ছে।" এই ঘটনার জেরে শনিবার সকালে এলাকার উত্তেজিত তৃণমূল কর্মীরা অভিযুক্তদের বাড়ি ভাংচুর করে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

চন্দ্রযান 'থ্রী' তে বীরভূমের সন্তান

রামপুরহাট, ১৫ জুলাই (হি. স.) : চাঁদে যান পাঠানোর কর্মযজ্ঞে সামিল বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের বিজয় কুমার দাই। ইসরোর গবেষনাগারে বসে চন্দ্রযান 'থ্রী'র সফল উৎক্ষেপনে অংশ নিয়েছেন মল্লারপুর থানার দক্ষিণগ্রামের দাই পাড়ার বিজয় কুমার দাই। তপশিলী দরিদ্র চাষী পরিবারে জন্ম নেওয়া বিজয় দারিদ্রতাকে জয় করে চাঁদে যান পাঠানোর কর্মযজ্ঞে সামিল হলেন তিনি। বিশ্বজোড়া খ্যাতির কর্মকাণ্ডে ছেলের অংশগ্রহনে গর্বিত বিজয়ের বাবা-মা ও তার গ্রামের মানুষজন। চন্দ্রযান 'টু' সফল না হলেও চন্দ্রযান 'থ্রী' সফলভাবে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে বলে আশা বিজয় কুমার দাই এর বাবা ও মা'র।২০০০ সালে মল্লারপুর থানার দক্ষিণগ্রাম জগততারিণী বিদ্যায়তন থেকে ৮৯ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেন বিজয় কুমার দাই। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ থেকে। তারপর কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। তারপরেই চাকরি পেয়ে যান ইসরোতে। সেখানেই চন্দ্রযান ২ এবং চন্দ্রযান থ্রি উৎক্ষেপনে অংশ গ্রহন করেন তিনি। বিজয় কুমার দাই এর এই সাফল্যে খুশী দক্ষিণগ্রামের মানুষজনও। খুশী দক্ষিণগ্রাম জগততারিণী বিদ্যায়তনের শিক্ষককেরাও।মা শ্যামলী দাই বলেন, "আমার তিন ছেলের মধ্যে বিজয় মেজো। বড় ছেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বড় ছেলের দেখানো পথেই মেজো ছেলে ইসরোতে পৌঁছেছে। বড় ছেলে সব সময় ভাইকে গাইড করত। খুব ভালো লাগছে"। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল মণ্ডল বলেন, "আমরা গর্বিত। আমাদের স্কুলের একজন ছাত্র ইসরো বিজ্ঞানী হয়েছে এটাতো গর্বের বিষয়।

শরীরে মারণ রোগ নিয়ে মাতৃস্নেহে সেবা, মানসিক ভারসাম্যহীনকে স্নান করিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করল অবন্তিকা

দুর্গাপুর, ১৫ জুলাই (হি. স.) শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য রোগ। তবুও দমেনি। দিনরাত পথপশুদের চিকিৎসা, সেবায় মগ্ন। মারণ রোগকে সঙ্গে নিয়ে এক মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীকে স্নান করিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করল দুর্গাপুরের অবন্তিকা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় দুই সমাজসেবী ও পরিবেশকর্মী।

অবন্তিকা রায়। দুর্গাপুর হোস্টেল অ্যাভিন্যুয়ের বাসিন্দা। নিজের শরীরে ধমনীর সমস্যায় জর্জরিত। ইতিমধ্যে ৩০ টিরও বেশী কেমো নিয়েছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। মাঝে কোভিডেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবুও থেমে থাকেনি। লক্ষ্যে অবিচল। গত সাত বছর ধরে আহত পথ পশুদের চিকিৎসা ও সেবা করে চলেছেন। দুর্গাপুর শিল্পশহরের অলি গলিতে আহত পথপশুর সন্ধান পেলেই মুহুর্তেই ছুটে যায় সেবাশুশ্রুষার জন্য। কুকুর, বিড়াল, কিম্বা যেকোন পথপশুর ওপর নিষ্ঠুর আক্রামনের প্রতিবাদে সরব হন তিনি। পথ পশু ছাড়া রাস্তা অসহায় ভবঘুরেদেরও সেবা করে থাকেন। শনিবার দুর্গাপুর বিধাননগর মোড়ে এক মানসিক ভারসাম্যহীনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকার খবর পান তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দীর্ঘদিন স্নান না করায় শরীরে দুর্গন্ধ। এমনকি পরনের কাপড়টুকুও নেই। সেলুলাইটসে আক্রান্ত। আর তার জেরে অসাড় হয়ে পড়েছে ওই ভবঘুরে। বেগতিক বুঝে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সহযোগিতায় তাকে স্নান করিয়ে দেন। শরীরে জীবনামুক্ত করতে পাওডার লাগিয়ে দেন। এবং নতুন জামা প্যান্ট পরিয়ে হালকা খাবারও নিজে হাতে খাইয়ে দেন তিনি। তবে এদিন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আগাম দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক হাজির ছিলেন। ঔষধ, আহার ও পরিধেয় বস্ত্র কিনতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সমাজসেবী অমিতাভ ব্যানার্জী ও পরিবেশকর্মী কৌশিকি ঘটক।

উল্লেখ্য, করোনা আবহের লকডাউনের জেরে দোকান, বাজার, হোটেল প্রায় সবই ছিল বন্ধ। তার জেরে সঙ্কটে পড়েছিল পথ পশু ও ভবঘুরেরা। ওইসময় সঙ্কটজনক অবস্থায় নিজের সেবা কাজ জারি রেখেছিলেন অবন্তিকা। লকডাউনের শুরুর দিন থেকে দুর্গাপুর ভিড়িঙ্গী মোড়, গান্ধীমোড়, সিটিসেন্টার, আদালত চত্ত্বর, বিভিন্ন শপিংমল এলাকায় পথ কুকুরদের নিয়ম করে খাবার দিয়েছেন। এখনও তার সেই কাজ জারি রয়েছে। সকালে কখনও বিস্কুট, পাউরুটি। দুপুরে দুধভাত, আবার রাত্রে ভাত কিম্বা রুটি। তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে প্রোটিনযুক্ত খাবার। শুধু পথকুকুর নয়, একই সঙ্গে অসহায় ভবঘুরে, রোগী, ভিক্ষুকদেরও বিস্কুট, পাউরুটি দেন। তার সেবাকাজে সরকারি সাহায্য ছাড়াও অনেক শুভাকাঙ্খী মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। কেউ চাল, কেউ বিস্কুট আবার কেউ চিড়ে দিয়ে সাহায্য করেন। অবন্তিকা জানান,' দৈনিক ১৫০-১৬০ টি কুকুরকে খাবার দিতে হয়। একই সঙ্গে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও ৯-১০ জন ভবঘুরেকে নিয়ম করে খাবার দিতে হয়। এদিন খবর পেয়ে ওই ভবঘুরে রোগীটির কাছে পৌঁছায়। রোগ যন্ত্রনায় উঠে দাঁড়ানোর সামর্থ ছিল না তার। সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে পরিস্কার করানো হয়। তারপর দুর্গাপর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাকে ভর্তি করা হয়।' তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন,' এধরনের অনেক ভবঘুরের চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু তাদের একত্রিত করে সেবা শুশ্রষা করার জন্য তেমন কোন আবাসিক হোম না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। তখন বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তাই সরকারিভাবে অসুস্থ ভবঘুরেদের রাখার জন্য আবাসিক হোম করলে ভালো হয়।' পরিবেশকর্মী কৌশিকি ঘটক জানান,' মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা ও সহানুভুতিশীল হওয়া দরকার। অনেক সময় এধরনের ভবঘুরেদের খাবারের বদলে পাথর ছুড়ে মারা হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অবন্তিকাকে কুর্নীশ জানাই। দুর্গাপুরে এধরনের ভবঘুরেদের রাখার জন্য আবাসিক হোম তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া দরকার।'

াঙ্গন

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION, AGARTALA: TRIPURA

Notice Inviting e- Tender

The Executive Engineer, Planning Division, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s):PNIe-T No: 01/EE/PD/PNIET/2023-24 Dated: 12.07.2023, Name of work: Construction of public toilet outside of District Sub-register Office, Sadar West Tripura, under AMC.. Estimated cost: Rs.10,98,270/-Earnest Money: Rs.21,965/-Period of completion: 90(ninety) days. Last time and date of submission of bid:-21.07.2023 at 15.00hrs.

1. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. SujayChaudhury)
Executive Engineer,
Planning Division
Agartala Municipal Corporation.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION FOR 48V, 5.2KVA LEAD ACID BATTERY INVERTER

As per RKS Decision Taken On 05/07/2023 Vide Memo F.No- F(6) HDSPHC/MOIC/RKS/ 2023-24. SI No. 13, purchasing of inverter for exiting batteries as we are observing frequent power cuts and no backup, for the safe guard of patients, the under sign is inviting short notice Quotation on emergency basis from Govt. Registered co-operative society/organization with GST, on sealed envelope for installation and maintenance service not less than 3(three) years for high quality inverter/UPS of 48v, 5.2 KVA for 8 batteries of 12v 150amp.

Last date of receiving such Quotation is 18/07/2023, Last date of completing work is 22/07/ 2023.

ICA/C-1437/23

Medical Officer
HDSPHC
Betilalbari, Khowai

PNIe-T No:- 03 /EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No:-04/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 2,65,305.00	₹ 5,306.00	Upto 3.00 P.M on 25.07.2023	https://tripuraten ders.gov.in	At 3.30 P.M On 25.07.2023 if possible
	DNIeT No:-05/EE/DWS/DIVN/SBM/2023-24	₹ 3,14,640.00	₹ 6,293.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app or https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA/C-1431/23

Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District
"Conserve Water Save Life"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/30 dated 14/07/2023

The Executive Engineer. Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/44/2023-24	₹ 24,12,066.00	₹ 48,241.00	365 (three six five) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/45/2023-24	₹ 21,02,158.00	₹ 42,043.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 03/08/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 03/08/2023, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

The bid forms and other details including online activities should be done in the -procurement portal https:/ /tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1427/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No. 06/EE/PWD(R&B)/KMP/DIV/2023-24

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kamalpur Division, Kamalpur, Dhalai Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Mtc. of road from K-A road to RPC road from Ch.0.00 Km to Ch. 3.00 km during the year 2022-23/SH: Maintenance of earthern shoulder, repairs to potholes, patch WBM-3, patch carpeting, sand seal coat etc. 2nd Call

   Estimated Cost: ₹ 28, 30,338.00

   Bid Fee: ₹ 1,000.00

2. Name of work: FDR and mtc. of different roads under the Jurisdiction of Kamalpur Sub-Division during the year 2023-24.

   Estimated Cost: ₹ 24, 21,753.00

   Bid Fee: ₹ 1,000.00

3. Name of work: FDR and mtc. Of road at KA road to Rangicherra at Ch. 3.50 Km under the Jurisdiction of Kamalpur Sub-Division during the year 2023-24/SH: Protection wall etc.

   Estimated Cost: ₹ 24, 27,070.00

   Bid Fee: ₹ 1,000.00

4. Name of work: FDR and mtc of road under Salema Sub-Division, PWD(R&B) during the year 2023-2024 / SH : Maintenance of earthen shoulder, brick edging, flat brick soling, WBM-3, maintenance of bituminous surface, patch carpeting, surface drain, road side pucca drain, mixed class brick bats etc.

   Estimated Cost: ₹ 24, 25,910.00

   Bid Fee: ₹ 1,000.00

5. Last date & time for online Bidding: 28/07/2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-1424/23

Executive Engineer,
Kamalpur Division, PWD(R&B),
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

আমবাসায় আন্ত জেলাভিত্তিক টাগ অফ ওয়ার টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। শনিবার বিকেলে আমবাসা জহরনগরস্থিত পুলিশ লাইন গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় আন্তজেলা টাগ অফ ওয়ার টুর্নামেন্ট। এদিন দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।সেমিফাইনালে অংশ গ্রহণ করে কচুছড়া নাইটস বনাম এস পি সুপার এবং ডেয়ারিং ডি এ আর বনাম চিয়ারফুল ছৈলেংটা।এই চারটি দল থেকে ফাইনাল খেলা মুখোমুখি হয় এস পি সুপার বনাম ডিয়ারিং ডি এ আর। চূড়ান্ত খেলায় জয়লাভ করে এস পি সুপার। দুটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের উৎসাহ ছিল ব্যাপক। আয়োজিত এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের আইজিপি সৌমিত্র ধর , ধলাই জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই , মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার সহ পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এদিন মুখ্য অতিথি সৌমিত্র ধর চারাবৃক্ষে জল সিঞ্চন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এই প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এদিন শ্রী ধরের হাতে ধরে উদ্বোধন হয় গ্রীন কপস ধলাই পুলিশ। এদিন উপস্থিত সকল অতিথিগণ প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার পূর্বে পুলিশ লাইন গ্রাউন্ড এর চারপাশে বৃক্ষরোপণ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ আধিকারিক শ্রী ধর বলেন খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর ও মন ঠিক থাকে। আর যারা পুলিশের কাজে নিযুক্ত তাদের শরীর এবং মন সুস্থ থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন খেলাধুলা করা। প্রতিযোগিতা শেষে উপস্থিত অতিথিগণ চ্যাম্পিয়ন রানার্স এবং তৃতীয় স্থান দখলকারী তিনটি দল যথাক্রমে এস পি সুপার, ডিয়ারিং ডি এ আর এবং চিয়ারফুল ছৈলেংটার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। সুদৃশ্য ট্রফি সহ পাঁচ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় চ্যাম্পিয়ন টীম এসপি সুপার দলের অধিনায়কের হাতে। রানার্সআপ দল ডিয়ারিং ডি এ আর দলের অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য ট্রফি সহ তিন হাজার টাকার চেক।

ধর্মনগরে এস এম কাপ ফুটবল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।।ধর্মনগরের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ান পাশা কলোনি এসবি স্কুলে উত্তর জেলা ভিত্তিক সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হলো শনিবার। মোট আটটি দল অনূর্ধ ১৪ এবং অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকা বিভাগে যোগদান করে। অনূর্ধ ১৪ বালক বিভাগে তিনটি দল হল ব্লু মান্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কাঞ্চনপুর, হুরুয়া হাই স্কুল ধর্মনগর এবং পানিসাগরের হলিক্রস হাই স্কুল। অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে কাঞ্চনপুরের ব্লু মান্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং পানিসাগর মহকুমার জলেবাসা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছেলেদের অনূর্ধ ১৭ তে পানিসাগরের হলি ক্রস হাই স্কুল, ধর্মনগরের কদমতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কাঞ্চনপুরের মমপউই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ, যুবরাজ নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শ্রীপদ দাস, উত্তর জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, উত্তর জেলা ক্রিয়া দপ্তরের সরকারি অধিকর্তা অমিত কুমার যাদব। উদ্বোদক ভবতোষ দাস উদ্বোধনের পর বলেন খেলাধুলা, পড়াশোনা কৃষি ক্ষেত্র তথ্য প্রযুক্তি বিভিন্ন দিকে আমাদের এই ছোট পার্বত্য রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করার ক্ষমতা রাখে। তাই সবাইকে যার যার ক্ষেত্রে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। উত্তর জেলার তিনটি মহকুমা থেকে জয়ী হয়ে তিনটি দল উত্তর জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করে আজকে অবতীর্ণ হয়েছে। তার থেকে যারা সেরা শিরোপা পাবে তারা উত্তর জেলার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

পশ্চিমাঞ্চালের ব্যাটিং-ই পশ্চিমাঞ্চলের আশা দলীপ ট্রফির ফাইনাল জমজমাট

দক্ষিণাঞ্চল: ২১৩, ২৩০, পশ্চিমাঞ্চল:১৪৬, ১৮২/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। দলীপ ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ এখন জমজমাট পর্যায়ে। পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল, সম্ভাবনা দু দলের আঙ্গিকে ফিফটি ফিফটি চান্স। দলীপ ট্রফিতে খ্যাতনামা তথা ১৮ বারের ট্রফি বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চলের সামনে জয়ের জন্য এবার আরও ১১৬ রানের প্রয়োজন। সাথে উইকেট রয়েছে পাঁচটি। অপরদিকে দক্ষিণাঞ্চল মূলতঃ তাকিয়ে তাদের বোলার কৌশিক ও কাভেরাপ্পার দিকে। প্রথম ইনিংসে যে কাভেরাপ্পা সাতটি উইকেট তুলে নিয়েছিল, দ্বিতীয় ইনিংসে সে যদি কিছুটা চমক দেখায় তবে হয়তো ট্রফি চলে আসবে দক্ষিণাঞ্চলের হাতে। দক্ষিণাঞ্চলে ১৪ বারের মত ট্রফি বিজয়ের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে আছে। বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২১৩ রান সংগ্রহের পর পশ্চিমাঞ্চল তাদের প্রথম ইনিংস ১৪৬ রানে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ৬৭ রানে লিড নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত ২৩০ রান সংগ্রহ করে।

২৯৮ রানের টার্গেটে খেলা শুরু করে পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষে ৬২.৩ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান সংগ্রহ করে। অধিনায়ক পাঞ্চাল যথেষ্ট দায়িত্বের সঙ্গে ব্যাট চালিয়ে ৯২ রানে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে আনছে। সঙ্গে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন এ শেঠ। পশ্চিমাঞ্চলের কৌশিক এ পর্যন্ত তিনটি উইকেট পেয়েছে।

সোনামুড়ায় ক্রিকেট : ব্লাড ড্রপসকে হারিয়ে ফাইনালে নেতাজি সঙ্ঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। প্রত্যাশিতভাবেই ফাইনালে উঠলো নেতাজি সঙ্ঘ। ১৮৫ রানের বড় ব্যবধানে ব্লাড ড্রপসকে পরাজিত করে। বিকাশ মজুমদার এবং উদীয়ন বসু-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের প্রথম সেমিফাইনালে। মেলাঘর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নেতাজি সঙ্ঘের গড়া ২৬৫ রানের জবাবে ব্লাড ড্রপস মাত্র ৮০ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের বিকাশ মজুমদার ৬৬ রান ও ২ উইকেট এবং উদীয়ন বসু ৪৭ রান ও ২ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নেতাজি সঙ্ঘ ৪৮.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রান করে। দলের পক্ষে বিকাশ মজুমদার ১০৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৬, উদীয়ন বসু ৩৮ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭,অরিন্দম বর্মন ২৯ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, আবু তাহের ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬, উত্তম দে ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ এবং প্রসেনজিৎ পাল ৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। ব্লাড ড্রপসের পক্ষে জাহির আলম ২০ রান দিয়ে ২ টি, কার্তিক দেবনাথ ৩০ রান দিয়ে ২ টি, মিঠুন দাস ৩৭ রান দিয়ে ২টি এবং মহ: জুবের উদ্দিন ৫১ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে নেতাজি সঙ্ঘের বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে মাত্র ৮০ রানে গুটিয়ে যায় ব্লাড ড্রপস। দলের পক্ষে নীতিশ চৌধুরি ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং জাহির আলম ১১ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। নেতাজি সঙ্ঘের পক্ষে উদীয়ন বসু ২ রান দিয়ে ২ টি,বিকাশ মজুমদার ১০ রান দিয়ে ২ টি, দেবরাজ দে ১০ রান দিয়ে ২ টি এবং প্রসেনজিৎ পাল ২৪ রান দিয়ে ২ টি উইকেট পেয়েছেন। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের বিকাশ মজুমদার। ১৭ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শতদল সঙ্ঘ খেলবে মতিনগর প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে।

মহিলা ফুটবল: কাজন্তি-র হ্যাটট্রিক জয় অব্যাহত কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের

কিল্লা মর্ণিং-৫ চলমান-০

(কাজন্তি- হ্যাটট্রিক, প্রীয়া, সুমিতা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। পরাজয় পিছু ছাড়ছে না চলমান সঙ্ঘের। ক্রমাগত পরাজয়ে বিধ্বস্ত চলমান শিবির। শনিবার কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের কাছে নাস্তানুবাদ হলো সুজন সরকারের দল। ফলাফল ৫-০। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন বিজয়ী দলের কাজন্তি রিয়াং। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত মহিলা ফুটবল লিগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে শনিবার সকালে ম্যাচের শুরু থেকেই প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে কিল্লা-র ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলেম কাজন্তি-রা।

নবাগত চলমানের ফুটবলাররা শুরুতে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও সময় যত গড়িয়েছে ততই ম্যাচ থেকে হারিয়ে বসে চলমানের ফুটবলাররা। ওই সুযোগের পুরো ফায়দা তুলে বড় ব্যবধানে জয় তুলে লিগে টেবিলের শীর্ষে চলে যায় কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। প্রথম গোল পেতে ১৯ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের ফুটবলারদের। ওই সময় কাউন্টার অ্যাটাকে গিয়ে কিল্লা-কে এগিয়ে দেন প্রীয়া জমাতিয়া। গোল পেতেই দ্বিগুন উৎসাহে আক্রমণের গতি বাড়ান কিল্লার ফুটবলাররা। আর এতেই চলমান কোচের যাবতীয় ছক ধুলোয় মিশে যায়। ৩৫ ও ৪০ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে প্রথমার্ধে কিল্লা মর্মিংকে ৩-০ গোলে এগিয়ে দেন কাজন্তি রিয়াং। বিরতির ৫ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান সুমিতা জমাতিয়া। ম্যাচ শেষ হওয়ার ৫ মিনিট আগে দলের পক্ষে পঞ্চম এবং নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন কাজন্তি রিয়াং। তবে আরও বড় ব্যবধানে এদিন জয় পেতে পারতো কিল্লা মর্ণিং ক্লাব। যদি না দলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা হেলায় সহজ সুযোগ নষ্ট না করতেন। খেলা পরিচালনা করেন অসীম বৈদ্য। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের কাজন্তি রিয়াং।

ক্রান্তি বীরদের সম্মানে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরও কা নাম' স্লোগান কে সামনে রেখে সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। ৭৫ কিলোমিটার দূরত্বের সাইকেল র‍্যালির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। ফ্ল্যাগ অফ করে তিনি এ রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে দক্ষিণ জেলার জিলা সভাধিপতি শ্রীমতী ড় কাকলী দাস দত্ত, সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ দাস, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ডিএম সাজু ওয়াহেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সকাল সাড়ে সাতটায় টায় বীরচন্দ্র থেকে র‍্যালি পতাকা যাত্রা শুরু করে। মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৭৫ জন। পশ্চিম জেলা থেকে ২০ জন, সিপাইজলা থেকে ১৫ জন, গোমতী থেকে কুড়ি জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা থেকে কুড়ি জন অংশগ্রহণ করে।

যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মিহির শীলও অন্যান্যদের উপস্থিতি ... র‍্যালিতে অংশ নেন।

CLAIMANT NOTICE

Following articles (vehicle) were seized by the Forest Department, Sadar Forest Sub Division. Under sec -2 under section 52 (A) Indian Forest Act 1927 and rules made there under.

SL. No.	Name of Article	Registration No.	Engine No. & Chassis No.	Date & Time of seizure	By Whom
01.	TATA ACE	TR-03-H-1543	Engine No:- Nil & Chassis No: - Nil	26.06.2023 at 8:10 pm	Sri Priyalal Sen, Fr. A/O FPU Sadar

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said vehicle for its use in commission of forest offence. Therefore it is once again brought to the notice of legal owner of above mentioned seized articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officer (Sub Divisional Forest Officer Sadar Sub Division, Agartala.) within 25 (twenty five) days from the date of issue of the notice alongwith legal relevant documents supporting ownership, failing which the decision regarding the confiscation of all the article seized shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day on ..12-07-2023.

ICA/D-600/23.

(K.Debbarma, IFS)
Sub Divisional Forest Officer
Sadar Sub Division, Agartala

ত্রিপুরা বোর্ড অফ ওয়াকফ্
পুরাতন মহাকরণ চত্বর, আগরতলা।
ফোন নোং ০৩৮১-২৩২৫৮৪১

নংএফ.৪ (৪১)-/টি.বি.ডব্লিউ/২০২৩/ 2919 তারিখ, আগরতলা 15/6 জুলাই,২০২৩ইং

বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা ওয়াকফ্ বোর্ড রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বি.পি.এল/এড হক বি.পি.এল ভুক্ত মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে মেধা ভিত্তিক ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান শিক্ষাবর্ষে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত আছে এবং বিগত বছরের পরীক্ষায় ৬০ % বা ততোধিক নম্বর পেয়েছে কেবল মাত্র তাহারাই নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

রাজ্য সরকার সরকারী স্বীকৃত স্কুল, গ্যান্ট-ইন-এইড আওতাভুক্ত স্কুল এবং এস.পি.কিউ.ই.এম মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং মেধাবৃত্তিক নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডের টাকা RTGS/NEFT এর মাধ্যমে তাদের Bank Account এ ট্রান্সফার করা হবে। Invalid বা অকার্যকর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা সম্ভব না হলে ওয়াকফ্ বোর্ড দায়ী থাকবে না।

যোগ্য ছাত্র-ছাত্রীগন নির্ধারিত ফর্মে সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের জেরক্স কপি সহ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন করিবে। প্রধান শিক্ষক মহোদয় তাঁর প্রয়োজনীয় সুপারিশ ক্রমে সকল আবেদন পত্র বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে জমা করিবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শকগন নিম্নে দেওয়া format এর মাধ্যমে (Excel sheet) এ Hard copy এবং soft copy সহ নিম্নে স্বাক্ষরকারির অফিসে (রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ডে) প্রেরণ করিবেন ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখের মধ্যে।

Sl. No.	Name of student with Father's name	Name of Institution with address	Class reading	Bank A/C No. of student	Name of Bank	Branch name	IFSC Code No.	% of Marks	Aadhar No.	Contract No. (Guardian)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

আবেদন পত্রের নমুনা এবং বিজ্ঞপ্তি রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ড এবং সকল বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে পাওয়া যাইবে।

নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে না। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য মোবাইল নাম্বার ৮৮৩৭৪৯২৭২৩/৯৭৭৪১৬১২৩১/৯৪৮৫৩৩৭২৭৩ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আবেদন পত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহের জেরক্স কপি দিতে হবে :-

১. বি.পি.এল/এড হক রেশকার্ড ২.মার্কশিট ৩.ব্যাংক একাউন্ট (পাস বুক) ৪.আধার কার্ড ৫. পি.আর.টি.সি অথবা জন্ম সনদ সার্টিফিকেট.

15.07.2023

(কবিতা দেববর্মা, টি.সি.এস)
মুখ্য কার্যনির্বাহি আধিকারিক
ত্রিপুরা বোর্ড অফ ওয়াকফ্

ICA/D-602/23

প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম

বর্তমান প্রজন্মের মননে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে মরণ করাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে : বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবজ্জল অধ্যায়কে মরণ করতেই দেশজড়ে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালন করা হচ্ছে। এবছরের ১৫ আগস্ট এই মহোৎসবের সমাপ্তি হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবেই রাজ্যে '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। গতকাল উত্তর ত্রিপুরা জেলার কালাছড়া ব্লকের ভাগ্যপুর গ্রাম পঁায়েতে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির সূচনা করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন একথা বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধানসভার অধ্যক্ষ আরও বলেন, বর্তমান প্রজন্মের মননে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকে মরণ করিয়ে দিতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে ও জনগণের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। প্রান্তিক জনপদগুলিতে উন্নয়ন প্রকল্পের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালাছড়া পঁায়েত সমিতির চেয়ারম্যান টিংকু শর্মা, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা দিলীপ কুমার দেববর্মা, ১৩৯ নম্বর বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের আধিকারিক বিনয় কুমার, সমাজসেবী শ্যামল নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কালাছড়া ব্লকের বিডিও অমিত চন্দ। এদিন উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রাম পঁায়েত, রাণীবাড়ি গ্রাম পঁায়েতের পিয়ারাছড়া এবং যুবরাজনগর ব্লকের বালিধূম এডিসি ভিলেজেও '৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম' কর্মসূচিরও সূচনা হয়েছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তাকে ডেপুটেশন জার্নালিস্ট ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা কার্যকর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর অধিকর্তা সকাশে মিলিত হয়ে ডেপুটেশন দেন। বিশেষ করে সরকার অনুমোদিত সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বীমা পরিষেবায় আনার জন্য প্রতিনিধিরা দাবি জানান। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের দাবি সনদের যৌক্তিকতা স্বীকার করে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে বিস্তারিত বিষয় তিনি দপ্তরের মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড: প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তুলে ধরবেন বলে জানান।আন্তরিকভাবে তিনি বিষয়টা উপলব্ধি করে আগামী দিনে আরও সাংবাদিকদের এক্রিডেটেশন কার্ড প্রদানের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জার্নালিস্ট ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আজকের ডেপুটেশন এবং দীর্ঘ আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে হার্নিওপ্লাস্টির সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাইতুর বাজারের বাসিন্দা তনু সিনহার (৬২) সফল হার্নিওপ্লাস্টি অস্ত্রোপচার করা হয়। সম্পতি তিনি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসেন। বহির্বিভাগের চিকিৎসকগণ তার প্রাথমিক লক্ষণ দেখে সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন। তখন তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক সার্জন ডাঃ সুব্রত কিশোর দেববর্মার সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখে হার্নিওপ্লাস্টি চিহ্নিত করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর গত ১৪ জলাই ডাঃ সুব্রত কিশোর দেববর্মার নেত'ত্বে এক মেডিক্যাল টিম রোগীর হার্নিওপ্লাস্টি'র সফল অঁোপচার করেন। অঁোপচারের সময় ছিলেন এনেসথেসিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, পি জি সার্জন ডাঃ গৌথাম ক'ষ্ণ, ওটি স্টাফ নার্স করুণা দেববর্মা, ওটি টেকনিশিয়ান মিঠুন মল্ল এবং সুর'তি দাস। বর্তমানে তনু সিনহা চিকিৎসকদের তত্বাবধানে রয়েছেন। জেলা হাসপাতালেই এই ধরনের অঁোপচারের সুবিধা পেয়ে রোগীর পরিবার পরিজনেরা খুশি এবং চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য রাজ্যের জিবিপি হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা হাসপাতালগুলিতেও সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জটিল অঁোপচার করা হচ্ছে। ফলে উপকৃত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ জুলাই।। বিলোনিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সুমন নাগের পিতা মধু সুধন নাগ শনিবার সকাল ৭ঃ১৫ মিনিটে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে বার্ধক্য জনিত কারণে পরলোক গমন করেন। উনি কর্মজীবনে সুনামের সাথে ত্রিপুরা সরকারের কৃষি দপ্তরে চাকুরী করতেন। নিজ দায়িত্ব সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে গেছেন। মৃত্যুকাল ওনার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। শনিবার সকাল বেলায় ওনার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে সাথে সাথে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসারত অবস্থায় হাসপাতালে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এরপর মরদেহ নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া বনকর সুকান্ত নগর স্থিত নিজ বাসভবনে। সেখানে উনাকে সম্পূর্ণ ধর্মীয় রীতি নিতি মেনে নিজ বাসভবনে ওনার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। বিলোনিয়া প্রেসক্লাব এবং সকল সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে ওনার বিদেহী আত্মার প্রতি চিরশান্তি কামনা করে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।ওনার মৃত্যুর খবর পেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা তথা বিলোনিয়ার বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, বিজেপির মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার , বিলোনিয়া প্রেসক্লাব সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সম্পাদক নারায়ণ সুর সহ সকল সাংবাদিকগন ছুটে আসেন এবং শ্রদ্ধা জানায়। মৃত্যুকালে উনি রেখে গেছেন ওনার সহধর্মিনী, এক পুত্র, এক কন্যা, পুত্রবধু, জামাতা, নাতি নাতনি আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের।

সংসারের হাল ধরতে রাস্তায় টমটম নিয়ে নামলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সংসারের হাল ধরতে এক গৃহবধূকে রাস্তায় গাড়ি চালাতে হচ্ছে। কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত গকুলনগর হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকার গোপাল নাহা অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ তিন বছর ধরে শয্যাশায়ী। অসুস্থ গোপাল নাহার পরিবারে স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে। অসুস্থ হয়ে গোপাল নাহা শয্যাশায়ী হওয়ার পর তাদের সংসারে রোজগার করার মত কেউ ছিল না। সংসারের হাল কিভাবে ধরে রাখা যায় দুশ্চিন্তায় পড়েছিল গোটা পরিবারটি। গত ৮ মাস আগে গোপাল নাহার স্ত্রী লক্ষ্মী দেবনাথ নাহা সংসারের হাল ধরতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি ব্যাটারি চালিত টমটম ক্রয় করেন। সংসারের জন্য অর্থ উপার্জনে টমটম নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে লক্ষ্মী দেবনাথ নাহা। মহিলা বলে প্রথম প্রথম টমটম চালাতে খুব অসুবিধা হতো, রাস্তায় অন্যান্য গাড়ি চালকরা ওই গৃহবধূকে দেখে অনেক কটু কথাও বলতো। তারপরেও হাল ছাড়েনি লক্ষ্মী দেবনাথ নাহা। ওই মহিলা বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং কমলা সাগরের বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকারকে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছিলেন। দুই বিধায়কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অটো স্ট্যান্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয় ওই মহিলার যেন কোন সমস্যা না হয়। তারপর থেকে ওই মহিলার টমটম চালাতে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। লক্ষ্মী দেবনাথ নাহা টমটম দিয়ে বিশালগড় থেকে আগরতলা পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করেন। চালক লক্ষ্মী দেবনাথ নাহা জানিয়েছেন বর্তমানে পুরুষ মহিলা সবারই সমান অধিকার রয়েছে। আর তাই তিনি অসুস্থ স্বামীকে এবং দুই কন্যা সন্তানকে বাড়িতে রেখে তাদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য টমটম নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, টমটম চালিয়ে যা টাকা রোজগার হয় তা দিয়ে কোনরকম ভাবে স্বামী সন্তান নিয়ে বেঁচে আছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং কমলা সাগরের বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার সহ সবাই যদি ওনার পাশে থাকেন তাহলে উনার এই সৎ পথে রোজগারের কোন বাধা আসবেনা। তবে একজন মহিলা হয়ে টমটম দিয়ে যাত্রী যাতায়াতের সময় অন্যান্য যাত্রীরা এবং গাড়ি চালকরা ওই মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে তার কারণ সবাই অনুভব করে যে পেটের দায়ে এখন মহিলারাও পুরুষদের মত চালকের আসনে বসতে হচ্ছে।

অবৈধ পিআরটিসি, পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য এসএসসি জিডি ২০২২-২০২৩ এ ত্রিপুরার বেকারদের জন্য ৭০০ টি পোস্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি যেখানে নিয়োগে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক। এন এস ইউ আইয়ের অভিযোগ অন্যান্য রাজ্যের বিপুল সংখ্যক প্রার্থী অর্থের মাধ্যমে ত্রিপুরার পিআরটিসি করে এসএসসি জিডি ২০২২-২০২৩ সালের পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত জমা দিয়েছি। তার স্বপক্ষে তথ্যও আছে তাদের কাছে। আগামী ১৭ জুলাই থেকে শুরু হবে মেডিকেল পরীক্ষা। যাদের যাদের এরকম অবৈধ পিআরটিসি সহ দরখাস্ত জমা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ এন এস ইউ আই সদর এসপির নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে।

জেনারেল ডায়ার যা করেছেন, নীতিশ কুমার তাই করছেন : মনোজ রাই

কাটিহার, ১৫ জুলাই (হি. স.) : গত ১৩ জুলাই পাটনার ডাকবাংলো চত্বরে বিজেপি কর্মীদের ওপর মহাজোট সরকারের দমন-পীড়নমূলক লাঠিচার্জ ও বিজেপি নেতা প্রয়াত ড় বিজয় কুমার সিং হত্যার প্রতিবাদে শনিবার একটি বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। কালেক্টরেট পার্কে আয়োজিত ধরনায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ রাই বলেন, জেনারেল ডায়ার যে কাজ করেছেন তা মহাজোট সরকারের প্রধান নীতীশ কুমার করছেন। সমাবেশ উপলক্ষে মহাজোট সরকার পুলিশি দমন-পীড়নের বীভৎস মুখ দেখিয়েছে।প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তারকিশোর প্রসাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মহাজোট সরকারের প্রধান হওয়ার পর থেকে তাঁর আদর্শে পরিবর্তন এসেছে। এখন তারা লাঠিসোটা নিয়ে সরকার চালানোর চেষ্টা করছে। শিক্ষক, মহিলা, কৃষক ও ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী মানসিকতার পরিচয় দেয়। বিজয় কুমার সিংহের শরীরে শুয়ে থাকা প্রতিটি লাঠি শিক্ষক প্রার্থী, কৃষক ও শ্রমিকদের ভবিষ্যত রক্ষার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিহার তাদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবে না।বিধানসভার কাউন্সিলর অশোক কুমার আগরওয়াল বলেন, নীতীশ কুমার এবং তেজস্বী যাদব আমাদের বিজেপি কর্মী হত্যার জন্য দায়ী। বিহারের শিক্ষক প্রার্থীদের দাবির, মহাজোট সরকারের দুর্নীতিযুক্ত ব্যবস্থা, জঙ্গলরাজের ক্রমবর্ধমান ক্রোধ, জেহানাবাদ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিজয় সিং আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ এই ঘটনায় বিজেপি পরিবারের পাশাপাশি গোটা বিহারের হৃদয় ভেঙে পড়েছে। আমরা একজন বলিষ্ঠ সৈনিককে অকালে হারিয়েছি। তা কখনো পূরণ হতে পারে না। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দল বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও তাঁর প্রতিটি কর্মী লাঠি হাতে ক্ষমতার টানাপোড়েনের প্রভাব দেখাচ্ছেন। জেলা সভাপতি মনোজ রাইয়ের নেতৃত্বে বিজেপি প্রতিনিধিদল ধরনা শেষ হওয়ার পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্মারকলিপি হস্তান্তর করে।

কৈয়াঢেপা হাই স্কুলে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুলাই।। শনিবার দুপুরে বিশালগড় ব্লকের কৈয়াঢেপা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় এক আইনি সচেতনতা শিবি। এই শিবিরে স্কুলের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী সুমিতা রায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ১৮ বছরের কম মেয়েদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত শারীরিক মানসিক বিকাশ ঘটেনা। কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে নানা শারীরিক অসুস্থায় ভুগতে হয় তাদের। এমনকি সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হচ্ছে। তিনি বলেন অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েদের বোঝা না ভেবে তাদের পড়াশোনা করিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া পণপ্রথা, পারিবারিক হিংসা, শিশু শ্রম, সাইবার অপরাধ বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি।

বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার জনপ্রিয় মারাঠি অভিনেতা রবীন্দ্র মহাজানির পচাগলা দেহ

সিনে দুনিয়ায় ফের রহস্য মৃত্যু। প্রকাশ্যে এল আরও এক জনপ্রিয় অভিনেতার তারকার রহস্যজনক মৃত্যুর খবর। বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার অমিতাভ বচ্চনের সহ-অভিনেতা রবীন্দ্র মহাজানির পচা-গলা মৃতদেহ। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন খোদ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। মারাঠি সিনেদুনিয়ার কিংবদন্তী অভিনেতা তথা পরিচালক রবীন্দ্র মহাজানি মুম্বইতেও বেশ পরিচিত। বলিউডে বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। হিন্দি টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা গশমীর মহাজানির বাবা তিনি। শুক্রবার পুনের তালেগাঁও দাভাড়ের অ্যাম্বি ভিলেজের বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় রবীন্দ্র মহাজানির দেহ। মৃতদেহে পচন ধরায় তীব্র গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। এরপরই পুলিশে খবর দেন তাঁরা। পুলিশের অনুমান, দিন তিনেক আগেই রবীন্দ্র মহাজানির মৃত্যু হয়েছে। অ্যাম্বি ভিলেজের এই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন তিনি। প্রতিবেশীর তরফে ফোন পেয়েই রবীন্দ্রর বাসভবনে ছুটে যান পুলিশ। শেষমেশ দরজা ভেঙে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে অভিনেতার দেহ। রবীন্দ্র মহাজানির বয়স হয়েছিল ৭৭। মারাঠি সিনেদুনিয়ার বিনোদ খান্না হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি। ১৯৬৯ সালে উৎপল দত্ত, অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'সাত হিন্দুস্তানি' ছবির সুবাদেই অভিনয়ে হাতেখড়ি হয় তাঁর। ৫০ বছরের ফিল্মি কেরিয়ারে বেশ কিছু কাজে নজর কেড়েছেন তিনি। তাঁর ছেলে গশমীর মহাজানিকে 'ঝলক দিখলাজা', 'তেরে ইশক মে ঘায়েল', 'ধর্মবীর', 'ইমলি' নামে একধিক টেলি সিরিজে দেখা গিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে নিহত বেড়ে ২২

সিউল, ১৫ জুলাই (হি. স.) : দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই দিনের ভারী বর্ষণে ভূমিধস ও বন্যায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২২ জনের দাঁড়িয়েছে। আরও ১৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। হাজার হাজার লোককে তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শনিবার এমনটি জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় এলাকায় ভূমিধসে ৮জন আটকা পড়ে আছেন। ইয়েংজুর পূর্ব কাউন্টি ও চেওংইয়ংয়ের কেন্দ্রীয় কাউন্টিতে তিনজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। শুক্রবার দক্ষিণ চুংচেং প্রদেশের ননসানের কেন্দ্রীয় শহরে একটি ভবন ধসে দুজনের মৃত্যু হয়। উত্তর গিয়ংসাং প্রদেশের বোংহওয়াতেও ভূমিধসে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ে দুজন নিহত হয়েছে।দেশটির স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২২জনের মৃত্যুর খবর ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ নিখোঁজ বলে জানা গেছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধস ও অস্থায়ীভাবে ১৩টি শহরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় গোয়েসান জেলায় একটি স্থানীয় বাঁধ উপচে পড়ায় ছয় হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বন্যা-ভূমিধসে সাতজন আহত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে গ্রীষ্মকালীন বর্ষাকাল চলছে। এ সময়ে বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার অভিযানকে জনআন্দোলনের রূপ দিতে হবে : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুলাই।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলার অভিযানকে জন আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। নেশাসক্তদের নেশার কবল থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি যুবসমাজ যেন নেশার প্রতি আসক্ত না হয় সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। নেশার কুফল সম্পর্কে সবাইকে আরও সচেতন করতে হবে। আজ বিকেলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'নেশা মুক্ত ভারত কে লিয়ে খেলো ত্রিপুরা' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, সুস্থ জীবনশৈলী অভ্যাস এবং নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে নেশামুক্ত ভারত অভিযান নামে একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নেশামুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, স্কুল প্রভ'তি জায়গায় সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। রাজ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর 'স্বনীতি ইনিশিয়েটিভ' নামে একটি এনজিও-র সহযোগিতায় কাজ শুরু করেছে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ভলিবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেশায় আসক্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে। রাজ্যের ৯০ জন প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তাদের নিয়ে এনএসআরসিসিতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তারা সারা রাজ্যে নেশায় আসক্তদের ভলিবল খেলার মাধ্যমে নেশার কবল থেকে মুক্ত করার কাজ করবেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান দেশবাসী আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন বলেই তা সফল হয়েছে। যে কাজ আমরা করব তা মন থেকে করতে হবে। প্রত্যেক খেল মিত্রকে শপথ নিতে হবে যে আপনারা প্রত্যেকে কমপক্ষে ৫ জন নেশায় আসক্ত ব্যক্তিকে এর কবল থেকে বের করে আনবেন। এর পাশাপাশি সবাইকে এর কুফল বিষয়ে আরও সচেতন করতে হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, নেশার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা আরও বাড়াতে হবে। বিশেষ করে অভিভাবকদের এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। তিনি এই কর্মসূচির সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান, স্বনীতি ইনিশিয়েটিভ-র ট্রাস্টি উমা ভ-াচার্য। সবাইকে ধন্যবাদ ঁপন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ।

মুঙ্গিয়াকামীতে লরি থেকে বিস্তর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানাকে ঘুমে রেখে দুপুর থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন আঠারমোড়া পাহাড়ের সালবাগান এলাকায় একটি শুকনো গাঁজা ভর্তি গাড়ি। হয়তোবা হয়নি গোপন রাফা দফা শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের হস্তক্ষেপে গাজাসহ গাড়ি থেকে আটক করে মুঙ্গিয়া কামি থানায় নিয়ে যায় রাত প্রায় নটা নাগাদ।

জানা যায় আজ দুপুর নাগাদ মুঙ্গিয়াগামী থানাধীন ১৮ মুড়া শালবাগান এলাকার জাতীয় সড়কে একটি ডাব্লিউ বি ৬১ বি ৭২ ৪৮ নম্বরের কন্টেনার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহবশত গাড়িটিকে আটক করে। যদিও দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন তালবাহানার পর এবং নিজেদের রহস্যজনক চাহিদা না মেটাতে পাড়ায় সন্ধ্যা নাগাদ গাড়িটিকে তেলিয়ামুড়া পুলিশ আধিকারিক প্রসুন কান্তি ত্রিপুরার নেতৃত্বে চাকমা ঘাট টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে এসে তল্লাশি চালালে কন্টেনার গাড়ির গোপন কক্ষ থেকে বেশ কয়েক কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকা হবে বলে জানায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। যদিও দুপুর থেকে সন্ধ্যা করে গেলে গাঁজা ভর্তি কন্টেনার টিকে পুলিশে পহরায় আদর যত্ন করে রাখার ব্যাপারে এলাকাবাসীর মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে খবর প্রশ্নের তিনি তড়িঘড়ি এলাকায় ছুটে যান এবং গাড়িটিকে আটক করে ওই গাড়ি থেকে গাজা গুলিকে উদ্ধার করে মুঙ্গিয়াকামী থানায় নিয়ে যান। যদিও ওই গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি মুঙ্গিয়া কামী থানার পুলিশ । তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরা জানান তদন্ত চলছে অতিসত্বর গাজা কান্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে তিনি জানান।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।